চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 July, 2020 ■ আগরতলা, ১৭ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৩ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ থেকে সাতদিন সীমান্ত এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ কমলপুর/ সাব্রুম/ কৈলাসহর/ চড়িলাম, ১৬ জুলাই।। শুক্রবার থেকে সীমান্ত এলাকায় কার্যকর হচ্ছে পুরোপুরি লকডাউন। রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রামীণ এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এক কিলোমিটার দূরে শুক্রবার থেকে ১ সপ্তাহের জন্য পুরোপুরি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। শহর এলাকায় সীমান্তবর্তী আধা কিলোমিটারের মধ্যে পুরোপুরি লকডাউন কার্যকর হচ্ছে। লকডাউন পুরোপুরি মান্য করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী সকল জনগণের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিশেষ করে রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই সব বিষয় পর্যালোচনা করার পরই রাজ্য সরকার আপাতত সীমান্ত এলাকায় ১ সপ্তাহের জন্য লকডাউনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রয়োজন বোধে লকডাউনের সময় সীমা আরও বাড়তে পারে। সীমান্ত এলাকায় লকডাউন যাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ সঠিকভাবে পালন করেন সেইজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিএসএফ-এর পাশাপাশি পুলিশ টি এস আর সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও নিরাপত্তার কাজে নামানো হবে। লকডাউনের নিয়মকানুন অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে জরুরিকালীন পরিষেবা অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি সংক্রমণ প্রতিরোধে আগামীকাল থেকে সাতদিনের জন্য কমলপুর মহকুমার সীমান্ত এলাকায় সম্পর্ণ লকডাউন কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে মহকুমা প্রশাসন। রাজ্য সরকারের নির্দেশানুযায়ী সীমান্তবর্তী নগর পঞ্চায়েত এলাকায় দু'টি স্থানে এবং দুর্গা চৌমুহনী ব্লক এলাকার তিনটি প'ায়েত এলাকায় জায়গা চিহ্নিত করে গেইট বসানো হবে। এই জায়গাগুলি হল মোহনপুর পঞ্চায়েতের নিকটবর্তী টিলাগাও, কালিবাড়িস্থিত মাঠের সন্নিকটে এবং মরাছড়া, বালিগাও ও মলয়াতে। সাতদিনের লকডাউন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে। মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সারা রাজ্যের সাথে আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে সাব্রুম মহকুমার সীমান্ত এলাকায় ৭ দিনের সম্পর্ণ লকডাউন শুরু হচ্ছে। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে আজ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা সাবম, দৌলাবাড়ি, বজেন্দ্রনগর, মনুঘাট, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও ৯৮ জন করোনা আক্রান্ত, সুস্থ হলেন ৩৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। রাজ্যে আরও ৯৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও এক জনের। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এদিন ৩০১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৯৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্ত ৯৮ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২১ জন, খোয়াই জেলায় ১৩ জন, উত্তর জেলায় ৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৩ জন, ধলাই জেলায় ৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৭জন এবং ঊনকোটি জেলায় একজন। আক্রান্তদের মধ্যে ১৮ জন বিমানযাত্রী। সাতজন করোনা আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছিল। এন্টিজেন্ট টেস্টে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে পাহাড়ে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। রাজ্যের উপজাতি জনপদে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এবছর অবশ্য নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/তেলিয়ামুড়া/বিশালগড়, ১৬ জুলাই।। দ্রুত গতিতে ফিল্মি কায়দায় গাড়ি চালিয়ে একটি মারুতি ভ্যান সহ বাইক ও স্কুটিকে ধাক্কা মেরে দ্রুত গতিতে আসা একটি টিআর০১এএম০৪৮৩ নম্বরের গাড়ি খাদে পড়ে যায়। ঘটনা উদয়পুর মাতারবাড়ি মেছ ফেক্টরি এলাকায়। এই দুর্ঘটনায় আহত একজন। অল্পের জন্য রক্ষা যায় অন্য যাত্রীরা। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রাধাকৃষ্ণপুর থানার পুলিশ এবং উদয়পুর মহাকুমার পুলিশ আধিকারিক। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ জানান উদয়পুর থেকে আগরতলার দিকে যাচ্ছিল টিআর০১এএম০৪৮৩ নম্বরের গাড়িটি। মাঝে রাস্তায় গাড়িটি অপর একটি গাড়ি ও বাইকে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে পরে যায়। একজন এই ঘটনায় আহত হয়েছে। চালক পলাতক। প্রত্যক্ষ দর্শীদের বক্তব্য দ্রুত গতিতে থাকার কারনেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে সকলে।

এদিকে, বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থার ফলে মারুতি ও টমটমের মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আবারো উত্তেজান দেখা দেয় তেলিয়ামুড়া বাজারে। উল্লেখ্য লকডাউনের আগে থেকেই তেলিয়ামুড়ার প্রাণকেন্দ্র থাকা ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল হয়ে রয়েছে। সারাইয়ের কোন উদ্যোগ নেই। যার ফলে বৃহস্পতিবার মারুতি ও টমটমের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে অল্পবিস্তর আহত হয় টমটমে থাকা দুই মহিলা যাত্রী। এইদিন দুপুরে একটি মারুতি গাড়ির সাথে একটি টমটমের সংঘর্ষ হওয়ায় ফের দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন টমটম চালক। এখন দেখার সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিকল হয়ে পড়া ট্রাফিক সিগন্যাল সারাই-এর জন্য সহসাই কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে কিনা।

বিশালগড় থানাধীন সুতারমুড়া এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন সঞ্জয় দেববর্মা ও সুকুমার দেববর্মা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকলবাহিনীর জওয়ানরা ছুটে যায়। সেখান থেকে আহত দুই জনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় হাসপাতালে। তাদের অবস্থা সংকট জনক হওয়ায় সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় জিবিতে। দুটি বাইকই দ্রুত গতিতে চলছিল। সেই কারণেই সামনা সামনি এসে পৌঁছলে চালকরা নিয়ন্ত্রন রক্ষা করতে পারেনি। ফলে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। বাইক দুটি আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার উদয়পুরে যান দূর্ঘটনার কবলে পড়ল তিন দিনের শিশুও। ছবি নিজস্ব।

ব্রাউন সুগারসহ দুই কারবারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। নেশা সামগ্রী নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে দুই নেশা কারবারিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল তাহের সুলতান ও নূর আহমেদ। তাদের বাড়ি পাথারকান্দি থানা এলাকার বাজারের ছড়া র কাঁঠাল ছরি এলাকায়।

একটি অলটো গাড়ি করে ব্রাউন সুগার নিয়ে অসম থেকে তারা ত্রিপুরায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পাথারকন্দি থানার পুলিশ তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে অলটো গাড়ির ভিতরে পলিথিনে মুড়িয়ে ব্রাউন সুগার নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল ওই দুই নেশা পাচারকারী।আগাম সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ওত পেতে বসে থেকে গাড়িটি আটক করে তাদের হেফাজত থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনটি ছাগশিশুর জন্ম, মা লক্ষ্মীর আগমন বিশ্বাসে মানুষের ভিড় চুরাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৬ জুলাই।। একটি ছাগল তিনটি ছাগশিশুর জন্ম দিয়েছে। প্রত্যেকটির দেহের গঠন এক। এমন-কি একটি ছাগশিশু-র কপালে একটি চোখ রয়েছে। অপরটির কপালে একটি চোখের মধ্যে দুটি মণি এবং আরেকটির মুখের গঠন অস্বাভাবিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই ভাইরাল হয়ে গেছে। ধর্মপ্রাণ কৌতূহলী মানুষ দুধ, কলা, বেলপাতা নিয়ে ওই ছাগশিশুগুলির দর্শনে ছুটছেন।

ত্রিপুরার উত্তর জেলার চোরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষ্মীনগর গ্রামে তিনটি ছাগশিশুর জন্ম হয়েছে। লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নান্ট রঞ্জন দাস পেশায় কাঠমিস্ত্রি। কিন্তু বাস্তবে তিনি ছাগলপ্রেমী। বহু বছর ধরে তিনি ছাগল পালন করেন। শুধু তা-ই নয়, পথে কোনও ছাগলকে আশ্রয়হীন হয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তিনি তাকে বাড়ি নিয়ে যান। এলাকায় তাঁর ছাগলপ্রেমী হিসেবে সুখ্যাতি রয়েছে।

সম্প্রতি তাঁর একটি ছাগল তিনটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এর পর থেকেই তার বাড়িতে কৌতূহলী মানুষের ভিড় লেগে যায়। ধর্মপ্রাণ মানুষের বক্তব্য, লক্ষ্মীনগর গ্রামে মা লক্ষ্মী স্বয়ং এসেছেন।

কন্টেইনমেন্ট জোনের নাগরিকদের সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের হেলদোল নেই, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ জুলাই।। গত দশই জুলাই শ্রমিক টিলাতে একজন করোনা পজেটিভ পাওয়া যায় । এরপর কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করে গত এগারো জুলাই মহকুমা প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসনের উপস্থিতিতে মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে শ্রমিক টিলা সিল করে দেওয়ার পর এলাকার লোকজনেরা প্রয়োজন কিংবা অপ্রয়োজনে বের হতে পারছে না।

ফলে এলাকার শ্রমজীবী অংশের মানুষেরা বিপাকে পরেছে। জোন এলাকার লোকজনের কাছে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার জন্য সরকারীভাবে অস্থায়ী রেশন সপের ব্যাবস্থা করা হলেও তারপরেও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে না পেরে জোন এলাকার মানুষ জনেরা দিশেহারা হয়ে পরেছে।

কেমন আছে কন্টেইনমেন্ট জোন এরিয়ার লোকেরা। সেই খোঁজে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা বিলোনিয়া আয্যকলোনীস্থিত নয় নং ওয়ার্ডের শ্রমিক টিলার কন্টেইন মেন্ট জুনের সামনে গিয়ে খোঁজ নিতে দেখা যায় ঐ এলাকার লোকজনেরা রেশন সামগ্রী তুলছে কন্টেইনমেন্ট জোনের সামনে বসা অস্থায়ী রেশন শপ থেকে।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখতেই কন্টেইনমেন্ট জোনের এলাকার লোকজনেরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তূলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তথ্য প্রমাণ দেওয়া সত্যেও ধৃত ১২ জনকে ফেরত নিচ্ছে না বিজিবি, বিপাকে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। টানা ৫ দিন যাবৎ সীমান্ত এলাকায় ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে নিয়ে বিজিবি এবং বিএসএফ'র মধ্যে টানা পুড়ান চলছে। একপ্রস্থ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতেও কোনও কিছুর সমাধান হয়নি। বিজিবি'র তরফ থেকে বলা হচ্ছে, সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় ভূ-খন্ডে আটক হওয়া নারী পুরুষ ও শিশু মিলে ১২ জন সেই দেশের বাসিন্দা নয়। তাই তারা কোনও ভাবেই তাদেরকে বাংলাদেশে যেতে দেবে না। অন্যদিকে বিএসএফ'র দাবি, ধৃত ১২ জন প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নাগরিক। এবং ধৃতরা এই ব্যাপারে বিএসএফকে বেশ কিছু তথ্যও দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিএসএফ'র তরফ থেকে ওই সমস্ত তথ্য এবং ভিডিও বার্তা বিজিবিকেও দেওয়া হয়েছে।

এত সবের পরেও বিজিবি কেন ওই ১২ জনকে তাদের দেশে ফিরে যেতে দিচ্ছে না এনিয়ে বিএসএফ উদ্বিগ্ন। গত ১১ জুলাই মধুপুর থানাধীন কমলাসাগরের মিঞা পাড়া সীমান্ত এলাকায় ওই ১২ জনকে বিএসএফ জওয়ানরা আটক করে। আটককৃত ১২ জনের মধ্যে এক জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা এবং ৭ জন শিশু। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিলাজেলার চান্দিনা থানার হরিকোলা গ্রামে। আটককৃতদের গত ৫ দিন যাবৎ বিএসএফ'র তরফ থেকে খাদ্য সামগ্রী সহ আনুসঙ্গিক সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু, বিষয়টি নিয়ে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে দিনের পর দিন ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ থাকা সত্বেও এমনকি আটককৃতরা নিজেদের বাংলাদেশী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রদ্দিমার্কা সামগ্রী ব্যবহার, কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসার ডুলুবাড়ির রামঠাকুর পল্লীতে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় জনগণ। জানা যায়, অত্যন্ত নিম্নমানের ইট ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল।

স্থানীয় জনগণ তাতে আপত্তি জানায়। ঠিকেদার গৌতম পাল জনগণের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় জনগণ জানান, রাস্তায় ৬ ইঞ্চি মেটেলিং করার কথা ছিল।

কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকেদার মাত্র দেড় থেকে দুই ইঞ্চি মেটেলিং করে তার উপরে মাটি ফেলে দেয়। স্থানীয় জনগণ তাতে তীব্র আপত্তি জানান। আপত্তি অগ্রাহ্য করেই নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেলাঘরে অ্যাম্বুলেন্সেই সন্তানের জন্ম দিলেন প্রসূতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। অ্যাম্বুলেন্সে ই সন্তান প্রসব করলেন লীলা আক্তার নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক মা। ঘটনা মেলাঘর থানাধীন এলাকায়। জানা যায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যানবাহনের অভাবে সময়মতো নীলা আক্তার নামে প্রসূতি মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

শেষ পর্যন্ত সরকারি অ্যাম্বুলেন্সকে খবর পাঠানো হয়। অ্যাম্বুলেন্স ছুটে এসে সন্তানসম্ভাবা ওই মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই সন্তান প্রসব লীলা আক্তার সন্তান ভূমিষ্ঠ করেন। অ্যাম্বুলেন্সে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু সন্তানটিকে নিয়ে যাওয়া হয় মেলাঘর হাসপাতালে। সেখানেই মা ও শিশুর চিকিৎসা চলেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মা ও শিশু সুস্থ রয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে রাজ্যে নতুন যে কিছু সংখক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে পণ্যবাহী জাহাজের যাত্রা ভারত-বাংলা সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। কলকাতা বন্দর থেকে চট্টগ্রাম হয়ে আগরতলা পর্যন্ত পণ্য আনার জন্য জাহাজ রওয়ানা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মানসুখ মান্দাভিয়া পরীক্ষামূলক ওই পণ্য পরিবহণের সূচনা করেছেন। ঐতিহাসিক এই পদক্ষেপ ভারতীয় সামুদ্রিক ক্ষেত্র এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবে বলে দাবি করেন তিনি।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারে চুক্তির বাস্তবায়নে পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা থেকে পণ্য পরিবহণ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজ রড বহন করে

নিয়ে গেছে। কলকাতা থেকে জলপথে ওই পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছবে। সেখান থেকে বাংলাদেশি ট্রাকে এগুলি ত্রিপুরায় যাবে। দুটি কন্টেনারে রড পশ্চিম ত্রিপুরায় যাবে এবং দুই কন্টেনারে ডাল অসমের করিমগঞ্জে চলে যাবে।

এদিন নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সে ওই পরীক্ষামূলক পণ্য পরিবহণের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রী মানসুখ মান্দাভিয়া। এ-উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, এই নৌ রুট দুই দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। বাংলাদেশের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের স্বল্প দৈর্ঘ্যের রুট হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। তাঁর মতে, চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ ভারত-বাংলাদেশ সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। পরীক্ষা মূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ২৭৪ ■ ১৭ জুলাই ২০২০ ইং ■ ১ শ্রাবণ ■ শুক্রবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এডিসি এলাকায় অশান্তি

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ক্ষমতাসীন দুই দলই প্রশ্নের মুখে নিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবের জোট ধর্ম পালনের বার্তা যেন ধুলায় গড়াগড়ি খাইতেছে। জোট ধর্মের আহ্বানের রেশ মিলাইতে না মিলাইতেই জোট শরিক আইপিএফটি কর্মীরা সশস্ত্র আক্রমণ চালায় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের উপর। মঙ্গলবার খোয়াই জেলার তুলাশিখরে বিজেপি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা ও বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া ও বিজেপি কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালাইয়া বিজেপির জোট শরিক বুঝাইয়া দিল পাহাড় তাহাদের। ছোট শরিক আরও বুঝাইয়া দিয়াছে তাহারা বিজেপিকে এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়িয়া দিবে না। ছোট শরিক বিজেপি জোট মন্ত্রিসভায় চুটাইয়া মন্ত্রিত্ব করিতেছেন আর তাহাদের কর্মীরা বড় শরিকের সাংসদ বিধায়কদের রেহাই দিতে না। পিটাইয়া তক্তা বানাইতেছে। এমন ‘অদ্ভুত জোট’ ভূভারতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ‘মেরেছে কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না।’ বিজেপি যেন সেই পথেরই অনুসারী। ছোট ভাই দুষ্টুমি করিলে শাসন দিয়া সাবুদ করা যায় না। আর ছোট ভাই বিহীন পাহাড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনও করা অসম্ভব বিজেপির। কয়েকদিন আগে তুলাশিখরে বিজেপির এক কর্মীকে বেধরক মারধোর করে আইপিএফটির কর্মীরা। তাহাকে দেখিয়া ফিরিবার পথেই আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার গুরুতর অভিযোগ পুলিশ সুপার, এসডিপিও’র সামনে আইপিএফটি কর্মীরা পাথর ও বোতল দিয়া ঢিল ছুঁড়িতে থাকে। পুলিশের ভূমিকায় রেবতীর ক্ষোভ প্রকাশের ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে রাজ্যে আইপিএফটি কত বেশী হিংস্র ও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণত বিরোধী দলের বিরুদ্ধেই শাসক দলের অভিযোগের তীর থাকে। ত্রিপুরায় শাসক বিরোধী দলের তেমন মারমুখী সংঘর্ষের ঘটনা নাই বলিলেই চলে। বরং সিপিএম দলই প্রতিনিয়ত বিজেপির বিরুদ্ধে হামলা আক্রমণের অভিযোগ তুলিতেছে। এরাজ্যে প্রধান বিরোধী দল সিপিএম। কংগ্রেস কার্য্যত ঘুমাইয়া কাটাইতেছে। এক সময় এই ত্রিপুরায় কংগ্রেস সিপিএম সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। কংগ্রেসের কত কর্মী সিপিএমের হাতে খুন হইয়াছে হিসাব কষিয়া বলা কঠিন। কংগ্রেস যুব সমিতির রাজত্বে সিপিএমের বহু কর্মী নেতা আত্মরক্ষায় রাজ্য ছাড়িয়াছিলেন। খুন হইয়াছেন বহু সিপিএম কর্মী। সিপিএম কংগ্রেস কোতলে ছিল রক্ত খেকো বাঘের মতো। বহু কংগ্রেস কর্মীরা রাজ্য ছাড়া হইয়াছিলেন। এরাজ্যে কংগ্রেস সিপিএমের রক্তাক্ত রাজনীতির ক্লেদাক্ত ইতিহাস তো ভুলিবার নহে। খুনের রাজনীতি এক সময় ত্রিপুরায় সৌগরবে চলিত। সেই রক্তাক্ত দিনগুলি সহজে ফিরিয়া আসিবে মনে হয় না। কারণ, সিপিএমের বিষ দাঁত অনেকটাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিজেপির মারে এমনিতেই সিপিএম ঘর বৈঠা। এখন মাঝে মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। আন্দোলনের হাক ডাক শোনা যায় কিন্তু, সেই তেজ আর নাই। রাজনৈতিক দলগুলির সন্ত্রাস ও খুনোখুনির ঘটনা রাজনীতিকে কলুষিতই করে না রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের ঘৃণারই জন্ম দেয়। আইপিএফটি-বিজেপির এই সংঘর্ষে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার উপর বিরাট প্রভাব ফেলিতেছে সন্দেহ নাই। আর এই ঘটনায় মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেগ হইতেছে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

পাহাড় নিয়া বিজেপির ভয় কাটিতেছে না। এডিসি নির্বাচনে একক ভাবে সুবিধা করিতে পারিবে কিনা এই সংশয়ই আইপিএফটির প্রতি খড়গ হস্ত হইতে পারিতেছে না বিজেপি। বাবা শোনা বলিয়া, জোট ধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া যে কাজের কাজ কিছুই হইবে না তাহা বারবার প্রমাণ হইয়াছে। প্রমাণ হইয়াছে এই সখ্যতা ও বন্ধনের কোনও মূল্য নাই। যে ছোট শরিক অনায়াসে বড় শরিকের উপর হামলা চালাইতে পারে সেখানে জোটবদ্ধতা তো লোক হাসানো কান্ড। কোন্ দুর্বলতার তাগিদে বিজেপি কিল খাইয়া হজম করিতেছে তাহা রাজ্যবাসীর অজানা নহে। রাজ্যবাসী ইহাও জানে যে, এই অনৈতিক জোট রাজ্যবাসীর কল্যাণ করিতে পারে না। দলের স্বার্থে, ক্ষমতার স্বার্থে আইপিএফটি যে পথ বাছিয়া নিয়াছে তাহা তো কার্য্যত আত্মঘাতী পথ। ত্রিপুরার মানুষ, এডিসি এলাকার মানুষ শান্তির প্রত্যাশী। ক্ষমতাসীন দুই শরিক দলের সংঘর্ষ, হামলা ইত্যাদির ঘটনায় জনমনে ক্ষোভ বাড়িতেছে। কোনও ক্ষমতাসীন দল অশান্তির নায়ক হইতে পারে না। শান্তির গ্যারান্টিই বড় কথা। সামনে এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া অশান্তির আগুনে যাহাতে ত্রিপুরা না পুড়ে তাহার জন্য রাজ্য প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতেই হইবে।

অবশেষে বাংলাদেশ থেকে জন্মভিটেয় ফিরতে শুক্রবারের প্রহর গুণছেন করিমগঞ্জ শহরের পাঁচ নাগরিক

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষপর্যন্ত জন্মভিটেয় ফিরে আসতে আগামীকাল শুক্রবারের প্রহর গুণছেন করিমগঞ্জ শহরের পাঁচ নাগরিক। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে নিকট-আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তাঁরা। করোনা-কাঁটায় লকডাউন জারির ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত যাতায়াতের জন্য সিল করে দেওয়া হয়েছিল। এতেই বিপাকে পড়ে যান করিমগঞ্জ শহরের শ্যামাপ্রসাদ রোডের পাঁচ বাসিন্দা চন্দনা বর্ধন, অনুপ দেব, মন্টি বর্ধন, তুলি বর্ধন ও মেহেক দেব।

গত ১১ এপ্রিল তাঁদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের বেশিদিন থাকার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। এমতাবস্থায় তাঁরা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সাহায্য চেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগের ফসলও মিলেছে। চলতি মাসের ১০ জুলাই অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এ সম্পর্কে একটি পত্র লিখে পাঠান। কৃষ্ণেন্দুর চিঠি পেয়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় হাইকমিশনার কার্যালয়ের সহযোগিতায় আগামীকাল অর্থাৎ ১৭ জুলাই করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে তাঁদের নিজ দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ চার মাস পাঁচ দিনের মাথায় বাংলাদেশ থেকে নিজের দেশে ফেরার অনুমতি পেলেন করিমগঞ্জ শ্যামাপ্রসাদ রোডের পাঁচ বাসিন্দা। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর তাঁরা জন্মভিটেয় ফেরার খবরে অত্যন্ত আনন্দিত বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে আটকে পড়া করিমগঞ্জের পাঁচ নাগরিক। বাংলাদেশে ভ্রমণে গিয়ে তাঁরা সেখানে করোনা ভাইরাসের প্রকোপে ফেঁসে যান বলে জানা গেছে।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থানরত করিমগঞ্জের অনুপ দেব কথা বলতে গিয়ে জানান, সকালবেলা আধঘণ্টা অন্তর অন্তর ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার ও সিলেটের ভারতীয় হাই কমিশনারের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি ফোন আসে তাঁর কাছে। ফোন করে তাঁদের দেশে ফেরার কথা জানানো হয়। তবে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় তাঁরা জকিগঞ্জ বর্ডার ব্যবহার করলেও সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতিতে এই সীমান্ত এলাকায় সবধরনের যোগাযোগ বন্ধ। তাই তাঁদের করিমগঞ্জ সুতারকান্দি বর্ডার হয়েই ভারতে প্রবেশ করতে হবে বলে ভারতীয় হাই কমিশনার থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।

পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে অনুপ দেবের শাশুড়ি তথা করিমগঞ্জ মেদল গ্রামের বাসিন্দা চন্দনা বর্ধন জানান, গত ১১ মার্চ তিনি বাপ-দাদাদের পৈতৃক ভিটের টানে দুই কন্যা যথাক্রমে তুলি বর্ধন, বিবাহিত কন্যা মন্টি দেব জামাতা অনুপ দেব ও দু-বছরের এক নাতনি মেহেক দেবকে সঙ্গে নিয়ে ওপার বাংলায় পাড়ি দিয়েছিলেন। কথা ছিল আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পনেরো দিন পর আবার স্বদেশে ফিরবেন। কিন্তু হঠাৎ করে গোটা বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় তাঁদেরকে আটকে থাকতে হয়।

ইতিহাসের আলোকে ভারতবর্ষ -হিন্দুস্থান

হরিগোপাল দেবনাথ

করোনা ভাইরাসের সাম্রাজ্য বিস্তার অভিযানের কারণে লাগাতার লকডাউন চলতে থাকায় পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশেই মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ভয়ংকররূপে বিপর্যস্ত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর ধনী -দরিদ্র্য ছাপমারা দেশ সমূহই শুধু নয়, এ দেশে বাদদিয়ে ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো মিলিয়েও সর্বত্র একই অবস্থা বিদ্যামান। তবে, এই নিবন্ধে আমি আমাদের দেশ এই ভারতের উদ্ভুত পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা ও তৎসম্পর্কে বিষয় নিয়েই আলোচনাটি সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাই।

ইতিহাস বলতে সুদূর অতীতে পৃথিবীর সব জায়গায় তখনও জনবসতি গড়ে ওঠেনি। লোক সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল আর মানুষের সভ্যতা তখনও নাবালক বয়েসটা পার হয়ে উঠতে পারেনি। সেই সময়কারই কথা। তখনই এই ভূখণ্ডে অর্থাৎ আজ যাকে আমরা “ভারত” বলছি (অবশ্য) তখন আয়তনে এই ভূখণ্ড আরও বিশাল ছিল। ধান, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্যের চাষ বাস শুরু করে দিয়েছিল। এছাড়া এখানকার মাটির নীচে তখন মানুষ বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ দ্রব্যেরও সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। তাই বাইরে যেখানে সেখানে লোকবসতি গড়ে উঠেছিল। সেই সব ,স্থান থেকে দলে দলে বুভুক্ষরা ছুটে আসত এই ভূখণ্ডে। তখনকার এর প্রাচীন নাম ছিল ‘রাঢ়’ অর্থাৎ লালমৃত্তিকার দেশ। আর রাঢ় ছিল পৃতিবীর বুকে প্রাচীনতম ভূখণ্ড গন্ডোয়ানাল্যান্ডের একাংশ। রাঢ় বদলে গিয়ে যে “ভারতবর্ষ” নাম হয়েছে এরও পেছনে রয়েছে সেই ইতিহাস। সংস্কৃতি ভূ-ধাতুর মানে হচ্ছে ভরণ -পোষণ করা। যেভরণপোষণ করে বাঁচায় সে ভারত আর সে ভূখণ্ড এই ভরপোষণ করাত তারই নাম হয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষ। ‘বর্ষ’ কথার মানে হচ্ছে এখানে দেশ বা ভূখণ্ড। অবশ্য অজ্ঞতার কারণেই আমরা অনেকেই ‘ভারতবর্ষ’ না বলে সংক্ষেপ করতে গিয়ে ভুল করেই বলে থাকি ‘ভারত’। আরও মজার ব্যাপার হল বিগত মোগল আমলে ভারতবর্ষের উত্তরবাংলার একটা স্থানের নাম ছিল ‘হিন্দুস্থান’। আর সেটাকেই পুঁজি করে এখনও কিছু সংখ্যক হিন্দুত্ববাদী বা হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাভিলাষী লোকেরা অর্বাচীনের মতই ভারতবর্ষকে “হিন্দুস্থান” বানাবার খোয়াব দেখছেন। উক্ত রাজনৈতিক মুনাফাখোর আর সুবিধাবাদীরা এ ভাবেই আমাদের মাতৃভূমির অবমাননা করতেও মোটেই দ্বিধা বোধ করছেন না। এটাই বড় ট্র্যাজেডি।

ব্রিটিশদের সিন্ধুনদের নাম উচ্চারণে অসুবিধে ছিল বলেই ওরা সিন্ধুনদকে বলত ‘ইন্দাশ রিভার”। এদেশীয়দের উচ্চারণ অপটুতার কারণেই যেমন ‘সিন্ধু’ থেকে হয়ে গেছল ‘হিন্দু’ নামটা, তদ্ররূপই ‘ইন্দাস’ থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছিল “ইন্ডিয়া”। আর আমাদের দেশটারই মূর্খ—পণ্ডিতদের ব্রিটিশ ---তোষণের করাণে আমাদের সংবিধানেও দেশের নাম “ইন্ডিয়া” বলেই অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই হল আমাদের তথা কথিত নেতৃবর্গের দেশাত্ববোধ আর দেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা। কোন কোন লেখায় আবার সেই তাঁদেরেই “নয়াভারতের রূপকার” ইত্যাদি পদবীতে ভূষিত করারও উপক্রম লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার এক কবি মাতৃভূমি ভারত-জননীর বন্দনাগাল করতে গিয়ে রচনা করে গেছেন— “সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে/ সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে”। —এই পংক্তি দু’টি। আবার বিশ্বকবিও তাঁর এক রচনায় অনুরূপ বন্দনাগান গেয়েছেন—“

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী’ অয়ি নির্মলসূর্য করোজ্জ্বল ধরনী’ / জগজ্জননী---জননী”---বলে। বংকিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম” মাতৃমন্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম মহাযজ্ঞের মৃতরূপেই সেনানীদের প্রেরনা যুগিয়েছিল। মধ্যযুগে বর্হিভারতীয় চিন্তানায়কদের কেউ কেউ এদেশকে ‘সুখের পায়রা’ (গোল্ডেন পিজিয়ন) আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু , সেই দেশ (বলা ভাল উপমহাদেশ) অতীতে কয়েক শ’ বছরের বিদেশী লুদেরা ও দস্যুদের হামলা -হুজ্জতি, লুন্ঠন, শোষণ ও নির্যাতনের কারণে মাতৃমূর্তি জীর্ণদশাগ্রস্ত কংকালসার অবস্থায় উপনীত হবার পরে, ব্রিটিশদের কাছ থেকে দেশ চালনার সনদ লাভের পর থেকে উদ্ (মাছচরিতে ওস্তাদ) সাজারু, শেয়াল কুকুর বেড়াল হিংস্র এককজীবী (আত্মকেন্দ্রীক মনোভাবপন্ন) ইত্যািদি জীব সাদৃশদের হাতে পড়ে সেই জীর্ণ কংঙ্কালসার দেশমাতৃকা আজ বুভুক্ষ, নিরাভরণা নয় বলতে হচ্ছে নিরাবরণা ও মুমূর্ষু অবস্থায় আর্তনাদ করছে।

আমার এসব কথাগুলো পড়ে হয়তো কেউ কেই ভাবতেও পারেন যে আবেগ তাড়িত হয়েই আমি প্রলাপ বিলাপ শুরু করেছি না, ক্ষমা করবেন। মোটেই মনে সেই ভাবনাটুকু নিয়ে আমায় অপরাধী বানাবেন না। তার চেয়ে বরং আসুন, আমি যে আদৌ প্রলাপ বক্‌ছি না তা-ই নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

করোনা ভাইরাসের বিশ্বমারী (মহামারী বা আতিমারী পরিবর্তে ব্যবহৃত) অভিযান দৌরাত্ম থেকে সামূহিক কল্যাণ কমনা করে গোটা পৃথিবীরই মত সারা দেশ জুড়েই এখন লকডাউন চলছে আর স্বাভাবিক কারনেই দেশের মুনাফাখোর পুঁজিপতিদের কল কারখানা মিলে খামারে বা অন্যকোন না কোন ভাবে নিয়োজিত শ্রমিকরা তাদের নিজ নিজ মালিকদের দ্বারা কর্ম থেকে ছাঁটাই হলেন। ছাঁটাই হবার পর, যারা স্থানীয় শ্রমিক তারা না হয় নিজেদের সুবিধেমত বিকল্প রোজগারের উপায় খুঁজতে পারলেও পারতে পারেন। কিন্তু যারা ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক তারা নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে ভিনরাজ্যে,কেউ কেউ অবশ্যই ভিন্‌রাষ্ট্রে অর্থাৎ দেশে ও বিদেশে চলমান পরিস্থিতিতে অবর্ননীয়ভাবেই বিপন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। কারণ, শ্রমিকরা এমনই স্তরের মানুষ যাদের উদরপূর্তি নির্ভর করে তাদের রোজগারের ওপর আর রোজাগার মিলে কর্মসংস্থানের দ্বারা। অর্থাৎ শ্রমজীবী মানেই তারা বসে খাওয়ার লোকজন নন। দ্বিতীয়ত পরিযায়ী শ্রমিকদের তো বাড়তি অসুবিধেটুকু ছিল। ওরা বাড়ির বাইরে গিয়ে রাজ্যের বাইরে এমন দেশেরও বাইরে গিয়ে কর্মরত ছিলেন। কাজেই সহজেই অনুমেয় হতে পারে যে, ভিন্‌রাজ্যের মালিকদের কাজ করতে গিয়ে ছাঁটাই হবার পরে অজানা অচেনা জায়গায় তারা কী অসুবিধেয় পড়েছিলেন। দ্বিতীয়ত সেই সময়ে লকডাউনের কারণেই মোটরযান থেকে ট্রেন---এরোপ্লেন সবই চলাচল বন্ধ অবস্থায় ছিল বলে, ওরা নিজেদের বাড়ি ঘরেও ফিরে আসার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বসে বসে খাওয়ার মত গাঁটের পয়সাও ফুরিয়ে এসেছিল। সেই অবস্থায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবার মত কেউ ছিলেন না। না মালিকপক্ষ, না ঠিকেদার পক্ষ, না রাজ্য সরকার, না কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ তাদের পরিস্থিতিটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ওরা যেন বন্যাপ্লাবিত হয়ে সব কিছুই খুইয়ে বসার পরে, বন্যার তোড়ে ভেসে গিয়েই নির্জন কোন দ্বীপে গিয়ে ভীড়লেন অথবা কেউ কেউ বা অর্থে অপার জলবাশীর মধ্যেই ভাসছিলেন। সত্যি, দৃশ্যটা ভাবতে গেলেও শিহরিত হতে হচ্ছে। মানুষের সমাজে বাস করেও মানুষের এমন দুর্দশা—তাও আবার বর্তমান শাইনিং ইন্ডিয়া , রাইজিং ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আচ্ছে ভারত বনানে বালাদের যুগে---যেক্ষেত্রে দেশনেতাদের উচ্চাভিলাষ ও বিলাশভোগের আর অহমিকা প্রকাশের কোন জুড়িমেলা ভার সেই যুগে। ভাবা যায় কি করূণ দশা। গণতন্ত্র কীভাবে খাবি খায়, গণতন্ত্র নিয়ে সওদাগরদের অবিষ্যকারিতা ও অপদার্থতার কারণে, পরিযায়ী শ্রমজীবীদের রেল লাইনের ওপরে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ঘটনাই এক অতিবিরল দৃষ্টান্তমাত্র।

এখন, পরিযায়ী শ্রমিজীবীদের এই দুর্দশার কারণ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যায় না গিয়েও , অতি সংক্ষেপেই তুলে ধরা সম্ভব। এ সমস্যার একেবারে গোঁড়ার কারণ আশা করছি। সকলেই কম বেশী অনুমান করতে পারছেন। সাধারণ অতি সাধারণ মানুষদের কথা নিয়ে যারাই ভাবতে পারেন তাদের পক্ষেই এ অনুমান করা সম্ভব মনে করি। আর আপনাদের অনুমানের সঙ্গে আমার ধারণা বা বক্তব্যও মিল খাবে বলেই মনে করছি।

সেই মূল কারণটি আর কিছুই নয় ---কর্মসংস্থানের অভাব। কর্মসংস্থানের অভাবে পেছেনে রয়েছে আমাদের দেশ পরিচালকবর্গের উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নির্মাণের অভাব ও কর্মসংস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব। আবার সেই অভাব রয়েছে কেন এর জন্য দায়ী প্রকৃত পক্ষে এযুগের বৈশ্যতন্ত্র ও পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ঘেরাটোপে আবদ্ধ আমাদের গোটা মানবসমাজটাই। পৃথিবীর দুই গোলার্ধ জুড়েই আজ পুঁজিবাদেরই রমরমা। পুঁজিবাদকে সমাজ থেকে সরাতে গিয়ে মার্কসবাদ নিজেই আজ ভোঁতা হয়ে শেষ পর্যন্ত উবে গেছে। আর চিনেই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমাদের খণ্ডিত ভারবর্ষেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদেরই উত্তরসূরী পুঁজিবাদীরা অদৃশ্যভাবে দেশ নিয়ন্তা সেজে বসে আছেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরকে দেশের স্বাধীনতার নামে যারা দেশবাসীকে ঠকিয়েছেন মিশ্র অর্থনৈতিক নামে যারা পুঁজিবাদকেই নতুন মোড়ক লাগিয়ে ধোঁকাবাজি করে গেছেন এখনও পুঁজিবাদেরই প্রকাশ্যে, গোপনে আর কারচুপি করে করে পুঁজপতিদের পদলেহনে মনোবাঞ্ছা পূরণে রাজনীতির জুয়াখেলায় মত্ত রয়েছেন, ওদের হাতে দেশ চালনার ভার থাকা মানেই আপনার দেশবাসীর সামূহিক দুর্ভোগ আর অবনতি অটুটু থাকবে।

উল্লেখ্য যে, তাড়াহুড়ো না করে, দেশবাসীকে চমক দেখিয়ে ইতিহাস খাড়া করার প্রয়াস না নিয়ে স্বচ্ছ ভারতের আচ্ছে সরকারের প্রতিভাধর প্রতিভূরা আগে থেকে জানান বা হুঁশিয়ারী জারী করে সময় নির্দেষ্ট করে দিয়ে শুধু পরিযায়ী শ্রমিকই নন, যারা পড়াশোনার ও রোগী চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে রাজ্যান্তয়ী রয়েছিলেন তাদের স্বগৃহে বা স্বস্থানে ফিরে আসার ও সুযোগটা দিয়ে দিলে এ ধরনের হুজ্জুতি থেকে সামলানো যেত অনায়াসেই । দ্বিতীয়ত পরিযায়ী শ্রমিকদের ‘পরিযায়ী’ হবার পেছনেও প্রধান দায়ী---প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় মানুষের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে আর কিছুই নয়।

সমস্যার সমাধান কল্পে নিম্নোক্ত পয়েন্ট সমূহ বিচার বিবেচনা করে দেখা যেতে পারেঃ— (১) প্রথমত ঃ দেশের কেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকাঠামো পাল্টে ফেলে ‘প্রাউটের’ নির্দেশমত বিকেন্দ্রীত অর্থনীতি-সম্পকীয় ব্যবস্থাপনা, পরিকাঠামো, পরিকল্পনা, গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি, প্রাউটের-ই নির্দেশ মেনে আরও কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ অতি বাঞ্ছনীয়, সামঞ্জসপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিতে হবে। পরবর্তী কোন লেখায় এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। ব্লক ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিতে হবে, স্থানীয় মানুষদের ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি থাকতে হবে। (এজন্যেও চাই সু-সন্তলিত অর্থনৈতিক প্রয়োগ), প্রতিটি মানুষেরই ক্রয়ক্ষমতার গ্যারান্টি দিয়ে বাঁচার জন্যে ন্যূনতম ৫টি চাহিদা পূর্ত্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে—পাঁচটি চাহিদা হচ্ছে—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ও চিকিৎসা।

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের প্রাণের প্রিয় কলকাতা শহর থেকে সমুদ্রপারের ক্যালিফের্নিয়া অবধি মানুষের মুখেচোখে একটাই প্রশ্ন, করে ছিঁড়ে ফেলব এ অতিমারির মুখোস, স্যানিটাইজড দিনযাপন আর কতদিনের? প্রশ্নগুলো সোজা আর উত্তরও তো জানা, প্রায়শ্চিত্ত না করলে আজীবনের। স্পিলওভার অ্যানিম্যাল ইনফেকশন অ্যান্ড নেক্সট প্যান্ডেমিকের লেখক ডেভিড ক্যোয়ামেন সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেছেন, ‘আমরা বৃক্ষনাশ করেছি; আমরা প্রাণীহত্যা করেছি কিংবা তাদের খাঁচাবন্দি করে বাজারে অথবা চিড়িয়াখানা পাঠিয়েছি। আর এভাবেই আমরা বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত করে অজস্র অজানা ভাইরাসদের তাদের প্রাকৃতিক আশ্রয়দাতার শরীর থেকে আলাদা করেছি। এমতাবস্থায় ভাইরাসদের প্রয়োজন হচ্ছে একটি নতুন আশ্রয়দাতার এবং দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায়শই, সেটা আমরাই। ইবোলা হোক কিংবা সার্স-মার্স-নোভেল করোনা---সিডিসির মতে প্রায় তিনি-চতুর্থাশ নতুন বা উদীয়মান রোগ যা মানুষকে সংক্রামিত করে তা প্রাণীর মধেও থেকেই উদ্ভুত হয়। ২০০৮ সালে ইউসিএলের পরিবেশবিজ্ঞান এবং জীববৈচিত্র্যে প্রধান কেট জোন্স এবং তার কয়েকজন সহকর্মী পশুবাহিত প্রায় ৩৩৫টি রোগের সন্ধান পেয়েছিলেন, যেগুলি ১৯৬০ তেকে ২০০৪ -এর মধ্যে উদ্ভুত হয়েছিল। একসময় ইঁদুরবাহিত প্লেগ মানবসভ্যতা দেখেছে, আর এখন মারবার্গ ভাইরাস, লাসাজ্বর, বার্ড-ফ্লু, সোয়াইন - ফ্লু, ডেঙ্গি, নিপাহ ভাইরাস, সার্স, মার্স, জিকা, ওয়েস্ট নীল বাইরাস ও করোনার মতো নভেল নানা প্রকারের ভাইরাস ও ও রোগ ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে। টমাস গিলস্পি, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বলেছেন, (”I am not at all surprised about the coronavirus outbreak. The majority of pathogens are still to be discovered we are at the very tip of the ice-berg”) সামান্য করোনাতেই বিশ্বস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও অনৈতিক অবনমনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় জেরবার হচ্ছে জীবন, জীবিকা ও সামাজিক সম্পর্কগগুলি , ভবিষ্যৎ কী নিয়ে অপেক্ষা করছে ভাবলে গা ছমছম করে। কিন্তু, একথাও তো ঠিক যে উন্নয়নকল্পে অর্থাৎ খনিজ উত্তোলন, অরণ্যমধ্যে রাস্তা নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ, দ্রুত নগরায়ণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উচ্চাশা বিশ্বপ্রকৃতির জৈব-বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করেছে অবলীলাক্রমে। যার চরম মূল্য চোকাবার পালা আজ থেকে শুরু হয়েছে। নিত্যদিন আমরা ক্রান্তীয় বনভূমি এবং অন্যান্য গহন বনাঞ্চলে লাগামছাড়া ধখলদারি চালাব আর তার পরে তহবাক হয়ে বলব এই নতুন ভাইরাস সব শেষ করে দিল আমাদের ---এমন দ্বিচারিতা আর সাজে না। ডারউনের তত্ত্ব যাঁরা মানেন, তাঁরা জানেন যে, সকল জীবনই বিবর্তিত হয়। অরণ্য ও অরণ্যচারী প্রাণীদের ধ্বংসের ফলে, টিকে থাকার লড়াইয়ে অস্ত্র বীজাণুও অভিযোজিত করেছে নিজেদের এবং এখন সেগুলি মানবদেহকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে, আগে যেটা হয়তো পারত না। এরিক ফেভের, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারী সংক্রামক রোগের প্রধান বলছেন, (There are countless pathogens out there con-tinuing to evolve whoch at some point could pose a threat to humans”) আরেকটা কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, যতই তারকাঁটারসীমানা দিয়ে শ’দুয়েক দেশের অহংকার আমরা স্ফীতবক্ষ থাকি না কেন, রোগজীবাণু কিন্তু কোনও প্রকারের গণ্ডির পরোয়া করে না। বুঝতে হবে, বাস্তুতন্ত্র ও মনুষ্যজীবনের নিবিড় সম্পর্কে প্রত্যেকটি জীবনের কিছু না কিছু বূমিকা আছেই। অর্থনীতির স্বার্থে বাস্তুতন্ত্রকে এলোমেলো করলে মানুষও আর নিরাপদে থাকবে না। প্রকৃতির তরফ থেকে অবিরাম একটা শাসানি থাকই,কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয় কেবলমাত্র যখন ক্ষমতান্ধ মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে আর অগ্রাহ্য করে প্রকৃতিকে। এখননিদেশ বা আফ্রিকার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি সারা দুনিয়া প্রশ্ন তুলছে দোষারোপ করে বলছে, ফ্রিজ ও ডেনেজ সিস্টেমহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশর মাংস বাজারগুলিতে কী না পাওয়া যায়, নেকড়ের বাচ্চা, সালামান্ডার, কুমিম বিছে, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, শিয়াল, কুকুর, বেড়াল, সিভেটস, কচ্ছপ, বানর, বাদুড় ও কয়েক ডজন প্রজাতির পাখি, স্তন্যপায়ী, পোকা ইত্যাদি সবকিছু। কিন্তু, এ প্রশ্ন করাটা কি ভুল যে, কারা যায় ওইসব কিনতে, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিচারে সমাজের কোন স্তরের মানুষ তারা? পৃথিবীর লক্ষ কোটি গরিবগুলো মানুষের নিত্যদিনের চাহিদা মেটায় ওইসব দোকানবাজারের কেনাবেচা, কোনও মল বা কমপ্লেক্স নয়। ছাত্রাবস্থায় বেশি পয়সা না থাকার কারণে বহু হিন্দু বাড়ির ছেলেমেয়েরা যেমন গো-মাংসের ভক্ত হয়ে ওঠে, ব্যাপারটা তেমনই। অর্থহীনের কি ক্ষুধা থাকবে না? অর্থনৈতিক অসাম্য যেমন থাকবেই, আর সে কারণেই মাংস-বাজারগুলির মাধ্যমে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনাও থাকবে এবং ক্রমশ বাড়বে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ভাইরোলজিস্ট ব্রায়ান বার্ড বলছেন, আমরা এখন এক দীর্ঘস্থায়ী জরুরি অবস্থার যুগে আছি। রোগগুলি পূর্বের চেয়ে আরও বেশ এবং দ্রুত সংক্রমণপ্রবণ, যার অর্থ আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলিতে আরও দ্রুতগতি আনা উচিত। এর জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন, মানুষের আচরণের পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং নানাপ্রকারের সম্প্রদায়স্তরের লোকদের মধ্যে থেকে অসাম্য মিটিয়ে প্রচারকার্য চালাতে হবে। স্বল্পমেয়াদি প্রচেষ্টা সংক্রমণের বিস্তারকে কেন্দ্র করে মনোনিবেশ করাই যথেষ্ট নয়। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে শহর পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জন্য বর্তমান পদ্ধতিকাঠামোর পুনর্বিবেচনা করতেই হবে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

করোনা, বন্যা, ভাঙন ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও রাজ্য সরকার উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রেখেছে : অসম বিজেপি

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনার প্রকোপ, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দু-দুবার বন্যায় অসমবাসীর যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। রাজ্যের ২৯টি জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। ঘরবাড়ি হারিয়েছেন লক্ষাধিক লোক। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে দলীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস। এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলগুলো শাসকদলের বিরুদ্ধে বন্যা দুর্গতদের জন্য কিছুই করছে না বলে দোষারোপ শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে তারই খতিয়ান তুলে ধরতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপির অসম প্রদেশের মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।

শুরুতেই তিনি রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি এবং দলীয় কর্মকর্তা যাঁরা বিপদের সময় বন্যা দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিভিন্ন দল সংগঠন থেকে রাজ্যের শাসক দলকে যতোই দোষারোপ করা হোক না-কেন, রাজ্য সরকারের জলসম্পদ বিভাগ এবং দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে এদিন তিনি সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, রাজ্যে বন্যা এবং ভাঙন দীর্ঘদিনের সমস্যা। ২০১৬ সালে বিজেপির মিত্রজোট সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৫৬৩.৯৬ কোটি টাকা ব্যায় সাপেক্ষে ৭৩১টি প্রকল্প কার্যকর করা হয়েছে। তার মধ্যে কংগ্রেস আমলের ভাঙা ১৭.৭৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৯১টি বাঁধ, বাঁধের ভাঙা অংশ সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও ২৭০.১২ কিলোমিটার বাঁধ সংস্কারের কাজ করা হয়েছে, তিনটি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ব্রহ্মপুত্র এবং উপনদীগুলির দুই পাড়ে ভাঙন ঠেকাতে জিও ব্যাগ এবং পার্কুপাইন ব্যবহার করে ১৪০.০২ কিমি পর্যন্ত ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৬৮.৫০ কিমি বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৪৫টি জায়গায় ভাঙন রোধের কাজও শুরু হয়েছে। তার মধ্যে গত বছরের বন্যায় ভাঙা ৩৮টি বাঁধের মধ্যে ৩৬টি বাঁধ সংস্কার করে ঠিক করা হয়েছে দাবি করেন রূপম।

বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী আরও বলেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে ভাঙা বাঁধগুলি সর্বানন্দ সনোয়ালের সরকার গত চার বছরে নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কার করেছে। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, চলতি বছরে বিভিন্ন অনুমোদিত প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে গিয়ে কিছু কারিগরি সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত জলসম্পদ বিভাগের ৪০ তম বৈঠকে ১৫৩.৭৪ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন হয়, সেই বাজেটে ১০১টি বিভিন্ন প্রকল্প চলতি বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুমোদন পায়। এছাড়াও রাজ্য তহবিল থেকে প্রশাসনের অনুমোদন দিয়েছিল ২০১৯-এর ১৬ নভেম্বর। প্রকল্পগুলি প্রশাসনের অনুমোদন পাওয়ার কয়েকদিন পরেই ডিসেম্বরের ১১ (২০১৯) তারিখ থেকে মহানগরে সান্ধ্যআইন ঘাষণা হয়। ১১ ডিসেম্বর থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল। তার পর এক ও দুই মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে 'সিএএ' বিরোধী আন্দোলনের ফলে রাজ্যের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বিজেপি সরকার বিভাগীয় নীতিনিয়ম মেনে গত বছরের বন্যায় ভেঙে পড়া ৩৮ টি বাঁধের মধ্যে ৩৬ টি ভাঙা অংশ সফলভাবে সংস্কার করেছে। পরবর্তীকালে অতিমারি করোনার প্রভাবে সারা দেশে 'জনতা কার্ফু' এবং লকডাউন ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথম লকডাউনের সময়ই রাজ্যের জলসম্পদ বিভাগের কাজ কর্মে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। দিনের পর দিন রাজ্যের বাঁধ সংস্কার তথা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ ছিল। তার পরও এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বিভাগটি ৩৪১টি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে।

জলসম্পদ বিভাগের ৪১ তম বৈঠকে ৬০টি প্রকল্পের মধ্যে অনুমোদিত ৮৯.৬৩ কোটি টাকা, রাজ্য পুঁজির ১৩১.৪১ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে ৬২টি প্রকল্প, ডোনার মন্ত্রালয়ের ৪৮.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে দুটি প্রকল্প, নাবার্ড অনুমোদিত ৯০০ কোটি টাকার ৫৩টি প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী প্যাকেজ অনুমোদিত ৩৬.৪৯ কোটির ১৫টি প্রকল্প, সেই সঙ্গে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিলের ৬০৭.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে ৪৮টি প্রকল্পের কাজ জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্তের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার শুরু করেছে।

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও সময়মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজের তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করায় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার পার্বত্য গ্রামে ক্রেতার অপেক্ষায় উপজাতি রমনিরা। ছবি- নিজস্ব।

আগস্ট পর্যন্ত অসমে বাড়তে পারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, ১৯ জুলাইয়ের পর গুয়াহাটিতে আনলক-০১ : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটির পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা। এক গুয়াহাটিতেই প্রায় ১২ হাজার আক্রান্ত হয়েছেন। তাই গুয়াহাটিতে আরও চারটি কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলা হবে। তাছাড়া গোটা রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য ১০,০০০টি বিছানা প্রস্তুত করা হবে। তবে কামরূপ মহানগর জেলায় আগামী ১৯ জুলাই লকডাউনের দ্বিতীয় মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বলবৎ হবে আনলক-০১। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বৃহস্পতিবার জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, কামরূপ মহানগর জেলায় করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। তাই আরও চারটি কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছে তাঁর দফতর। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুয়াহাটির উপকণ্ঠ আজারায় গিরিজানন্দ চৌধুরী ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি। সেখানে ১০০০টি শয্যা থাকবে। ৫০ জনের এক চিকিৎসক দল ওই কোভিড সেন্টারে নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রীর দাবি, সমগ্র দেশের মধ্যে অসমেই কেবল কোভিড টেস্টিং থেকে চিকিৎসা ও খাদ্যসামগ্রী বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে রোগীদের। তিনি বলেন, কোভিড রোগীদের চিকিৎসা বাবদ কোনও রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত এক টাকাও পায়নি। তাই অন্যান্য রাজ্যগুলি কেবল টেস্টের জন্য প্রায় ৪,৫০০ টাকা করে কোগীদের কাছ থেকে আদায় করে। এমন-কি খাদ্যসামগ্রীও নিজেদের কিনে খেতে হয়, হাসপাতালের যাবতীয় চিকিৎসা ব্যয় রোগীদের বহন করতে হয়। কিন্তু অসমে কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে খাদ্য থেকে চিকিৎসা, সব খরচ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতর বহন করছে, বলেন হিমন্তবিশ্ব। জানান, বর্তমানে রোগীদের খাওয়া-দাওয়া বাবদ প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া এখন থেকে ৬৫-উর্ধ কোভিড আক্রান্তের পাশাপাশি চিকিৎসাধীন ডায়াবেটিসের রোগীকে প্রতিদিন ১০০ টাকার ফলমূল দেওয়া হবে।

এদিকে আগামী সপ্তাহ থেকে গুয়াহাটিতে শুরু হবে আনলক-১। এ ব্যাপারে শীঘ্রই মুখ্যসচিব নির্দেশিকা জারি করবেন জানিয়ে বলেন, সব দোকানের মালিক-কর্মচারীর পাশাপাশি সরকারি এবং বেসরকারি কর্মচারীদের কোভিড টেস্ট করাতে বাধ্যতামূলক করা হবে। তবে দু-মাসের মধ্যে যে সকল কর্মচারী বা শ্রমিক বা দোকানের মালিক টেস্ট করিয়েছেন, নতুন করে তাঁদের পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন নেই।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, আগস্টের প্রথম দিকে গুয়াহাটিতে করোনার সংক্রমণ বাড়লেও শেষের দিকে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে মনে করে তাঁর দফতর। এছাড়া আগামী ১৫ দিনের মধ্যে গুয়াহাটির সব নার্সিংহোমকে কোভিড টেস্ট করার যন্ত্র ক্রয় করতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত সব নার্সিংহোমের কর্মচারীকে সরকারিভাবে কোভিড টেস্টিং করা হচ্ছে। কিন্তু আগামী দিনগুলিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যাতে তিন দিনের অন্তর কর্মস্থলেই টেস্ট করাতে পারেন তার ব্যৰস্থা অবশ্যই করতে হবে।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৯ জন মারাত্মক এই সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল রাত পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৯,৭৫৪ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,৮৮৮ জন। ৬,৮১৫ জন সক্রিয় রোগীর চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। আজ এখনও নতুন আক্রান্তের তথ্য আসেনি।

ডিমা হাসাওয়ে আরও দুজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি, সংখ্যা বেড়ে ১৩৭

হাফলং (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় আরও দুজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। তবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই ব্যক্তিকে রাখা হয়েছিল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। কলকাতা ও হায়দরাবাদ থেকে ২১ এবং ২৩ বছর বয়সি দুই যুবককে রাখা হয়েছিল হাফলং সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। ইতিমধ্যে এদের হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩৭

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইএম স্যামুয়েল সাংসন জানান, মান্দারডিসা পুলিশ চেকপোস্টে যে পাঁচ পুলিশ কর্মী কোভিড ১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এঁদের সংস্পর্শে আসা ৪৩ জনের করোনা টেস্টের রিপোর্ট ইতিমধ্যে নেগেটিভ এসেছে। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় যে ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল তাতে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সাধারণ মানুষ লকডাউনের কঠোর নিয়ম নীতি মেনে চলছেন এবং আগামীতে এই অদৃশ্য ভাইরাসের বিরুদ্ধে জনগণ সব সময় সরকারি নিয়ম নীতি মেনে চলবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। বলেন জনগণ কঠোর নিয়ম নীতি সামাজিক দূরত্ব ও জনবহুল এলাকায় মাস্ক পরিধান করলে করোনা ভাইরাসের গণ সংক্রমণ থেকে বাঁচবে পাহাড়ি জেলাটি।

স্যামুয়েল সাংসন বলেন, লকডাউনের এই ১১ দিনে মাত্র ৮ জনই কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এঁদের সবাইকে রাখা হয়েছিল হোম কোয়ারেন্টাইন এবং সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। তবে এখনও ৬০০-এর অধিক সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট আসা বাকি। স্যামুয়েল সাংসন বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত ১৩৭ জনের মধ্যে ১২৬ জন রোগী ইতিমধ্যে আরোগ্য লাভ করে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। বর্তমানে ১১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে, জানান স্যামুয়েল সাংসন।

মহিলা কয়েদিদের যৌন নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগে তেজপুরের জেল সুপার গ্রেফতার

তেজপুর (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরে সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট মৃন্ময় ডেউকাকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কারাগারে বন্দির স্ত্রী ছাড়াও একাধিক মহিলা কয়েদির ওপর যৌন নির্যাতন চালানো, জেলের ভেতরে গুটখা, ভাঙের অবৈধ ব্যবসা করতে অনুমতি দেওয়া, জেলের ভেতরে এবং বাইরে বহু গাছ কাটা, ১৮৪৬ সালে ইংরেজদের নির্মিত ফাঁসিকাষ্ঠ বিক্রি করা, জলের ট্যাংক, বাঁশ সমেত জেলের সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করা, কারাবন্দিদের জেল খাটার মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরও তাদের জেলের মধ্যেই রাখা সহ বহু অভিযোগ রয়েছে জেল সুপার ডাউকার বিরুদ্ধে।

গত ২৪ মে তেজপুর সদর থানায় ৮৪১/২০ নম্বরের মামলার ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪(এ) ৪০৯ এবং সংযোজিত ৩৭৬ (সি) ধারা, ১০০২/২০ নম্বরের মামলার ২৯৪, ৩৫৪, ৩৪২, ৫০৬ ধারায় ডাউকাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন জেল সুপার ডেউকাকে সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ গ্রেফতার করা হয়। দুপুর আড়াইটে নাগাদ তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর সোয়াব নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়। তার পর তাঁকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির পেশ করে পুলিশ। সোয়াব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত জেল সুপারকে কারাগারের বাইরে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে বলে জানা গেছে।

২০১৮ সালের এপ্রিলে তেজপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে যোগ দেওয়ার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠতে শুরু করে।

তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন জেলের উচ্চস্তরীয় কর্তৃপক্ষ এবং ভিজেলেন্সের কাছেও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। জানা গেছে, কারাবন্দি জনৈক বকুল বরা নামের শিক্ষকের স্ত্রীর ওপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে গত ৩০ এপ্রিল তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠানো হয়। এছাড়া তার আগেও জেল সুপারের বিরুদ্ধে কারা মহাপরিদর্শক এবং রাজ্য সরকারের গৃহ দফতরে অভিযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। এবার কারাবন্দি শিক্ষক বরা রাজ্যপালকে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার এক মাস পর জেল সুপার মৃন্ময় ডেউকাকে আজ গ্রেফতার করা হয়েছে।

বড়খলায় করোনা যোদ্ধাদের সংবর্ধনা, সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক

বড়খলা (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : বড়খলার করোনা যোদ্ধাদের সংবর্ধনা দিলেন সমাজসেবী অমলেন্দু দাস। বৃহস্পতিবার ডলুতে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১১ জন সাংবাদিকে সংবর্ধনা প্রদান করেন তিনি।

এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয় দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকার নীলকমল দাশ, অরিন্দম নাথ, রঘুনন্দন শর্মা মজুমদার, খাইরুল আলম মজুমদার, দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ-এর আবুল হায়েত রাজু বড়লস্কর, মান্তু নাথ, সিবির আহমেদ বড়ভুইয়াঁ, দৈনিক প্রান্তজ্যোতির রেদওয়ান উদ্দিন লস্কর, রাজর্ষি শর্মামজুমদার, নববার্তা প্রসঙ্গ-এর আব্দুল্লাহ আল মামুন বড়ভুইয়াঁ, বরাকবার্তা-র তনঞ্জয় চক্রবর্তীকে। তাঁদের উত্তরীয়, কলম ও নানা উপহারাদি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন এমবিবিএস পাঠ্যরত চা বাগানে বন্ধন মালকেও সম্মানিত করা হয়েছে।

সমাজসেবী অমলেন্দু দাস জানান, গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাকে সাধুবাদ জানান। একজন সমাজকর্মী হিসেবে তিনি সাংবাদিকদের যথাসম্ভব সহযোগিতা কথার কথা বলেন। জারইলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের (জিপি) প্রাক্তন সভাপতি বিনায়ক সোম বলেন, সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সংবাদ জগতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং দিন দিন এই গুরুত্ব বাড়ছে। আবুল হায়েত রাজু বড়লস্কর বড়খলার সাংবাদিকদের নিজেদের আরও সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এতে সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ উঠাতে পারবেন তাঁরা। আগামীতে বড়খলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের এক মঞ্চে বসার প্রস্তাব রাখেন তিনি।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, বিজেপির কাছাড় জেলা কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, সমাজকর্মীরা যে ভাবে পরিশ্রম করছেন সেই তুলনায় তারা আর্থিক দিক থেকে বেশি লাভবান হচ্ছেন না। সরকারি তরফে গ্রামীণ স্তরের সাংবাদিকদের পারিতোষিক প্রদান করার ব্যবস্থা করা হলে ভালো হবে বলে মনে করেন তিনি।

ভারতীয় কূটনীতিকদের কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১৬ জুলাই (হি. স.): পাকিস্তানের জেলে বন্দি ভারতীয় নাগরিক কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসের কূটনীতিকদের দেখা করার ছাড়পত্র দিল ইসলামাবাদ।কোনও এক অজ্ঞাত জায়গায় এই বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসের বৈঠকের ছাড়পত্র দিয়েছে পাকিস্তান। আগামী সময় ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই বিষয়ে

ছয়ের পাতায়

বিপদসীমার উপরে বরাক নদীর জল, প্লাবিত গ্রাম কাটিগড়ার কয়েক হাজার বিঘা জমি

কাটিগড়া (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : গত কিছুদিনের ধারাবাহিক বৃষ্টিপাতের ফলে বরাক নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-টায় কাটিগড়া ফেরিঘাটে বিপদসূচক চিহ্ন ১৭.০৭ মিটার ছুঁয়ে জলস্তর ঊর্ধমুখি। তবে বেলা তিনটা থেকে স্থিতাবস্থায় রয়েছে।

এই খবর লেখা পর্যন্ত নদীর জল বইছে বিপদচিহ্নের ২২ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে। সকাল থেকে জল দ্রুতগতিতে বাড়লেও বর্তমানে স্থিতাবস্থায় রয়েছে। জলসম্পদ বিভাগের বদরপুর ডিভিশন সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে কাছাড় জেলার অধীনস্থ কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার বিঘা কৃষিজমি জলের তলায়। ফুলেফেঁপে উঠছে খাল, বিল, নালা। এই অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ বেশ বিপাকে পড়েছেন। সব মিলে ভয়ংকর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে এখানকার জনগণ। সমস্যা এখানেই শেষ নয়, প্রবল বৃষ্টিপাতে বরাক নদীর তীর ভাঙছে। নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ বন্যার পদধ্বনিতে শঙ্কিত। নদীভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন মুখ থুবড়ে পড়েছে, ঠিক তেমনি বন্যা কবলিত বৃহত্তর পূর্ব কাটিগড়ার সুরক্ষাকবচ গণিরগ্রাম-কাটিগড়া ডাইকের অবস্থা ম্যাড়ম্যাড়ে।

সম্প্রতি দক্ষিণ কাটিগড়ার লাঠিমারা এলাকার প্রায় দেড় কিলোমিটার বিস্তৃত অংশজুড়ে বরাক নদীর রাক্ষুসে আগ্রাসনে তলিয়ে যেতে বসেছে। এতে নদীর তীরবর্তী বসতবাড়ি সহ বিভিন্ন সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলীন আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর রাতের ঘুম উবে গেছে, আতঙ্কের প্রহর গুনছেন তারা। এই পরিস্থিতিতে জলসম্পদ বিভাগের বদরপুর ডিভিশন কার্যালয়ের দ্বারস্থ হন এলাকার বিভিন্ন মহলের মানুষ। জলসম্পদ বিভাগ সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ক্রমশ পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।

এখানকার জনগণের অভিযোগের পর অভিযোগে কর্তাব্যক্তিদের দীর্ঘ দড়ি টানাটানি শেষে জলসম্পদ বিভাগের বদরপুর ডিভিশন কার্যালয়ের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মাজারুল ইসলাম সহ ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের এসডিই তুষার দেবপুরকায়স্থ ও অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা ভাঙনস্থলে হাজির হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গছে। সেই প্রতিশ্রুতি আর টেকনিক্যাল সমস্যা ইত্যাদির বুলি আওড়ে গেলেও সমস্যা সমাধানে কতটুকু তৎপর রয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা তা অবশ্যই সময়ই বলবে।

করোনা-আক্রান্ত ক্ষৌরকর্মীর সংস্পৃষ্ট, সোয়াব দিলেন করিমগঞ্জ কং-এর জেলা সভাপতি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত জনৈক ক্ষৌরকর্মীর সংস্পর্শে আসার দরুন করিমগঞ্জ কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সতু রায় পরীক্ষার জন্য সোয়াব দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা একটা নাগাদ করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে গিয়ে করোনা টেস্টের জন্য সোয়াব দিয়ে আসেন সতু রায়। আগামী এক সপ্তাহ জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে দলীয় কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। বলতে গেলে এক সপ্তাহের জন্য সিল করে দেওয়া হয়েছে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়। এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র শাহাদত আহমদ চৌধুরী।

ট্র্যাভেল হিস্ট্রি ছাড়া একের পর এক করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছে সীমান্ত জেলায়। এ নিয়ে জেলার জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা সদর শহর সহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষৌরকর্মীরা করোনা আক্রান্ত হওয়ায়, করিমগঞ্জে করোনার গণ-সংক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সচেতন নাগরিককুল। জেলা প্রশাসন শহর এলাকা সহ জেলার সাতটি বাজারেও করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সাপ্তাহিক লকডাউন বিধি জারি করেছে। বলবৎ রয়েছে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু সব কিছুই শুধু কাগজে কলমে। নিয়ম মেনে চলতে কেউ রাজি নন। কোভিড-১৯ প্রোটোকল অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনও শাস্তিমূলক কোনও কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। মাস্ক ব্যবহার, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা, সভা সমিতি না করা, জমায়েত না হওয়া এ সব বিধি নিষেধের কোনও বালাই নেই করিমগঞ্জ জেলা সদর সহ বিভিন্ন প্রান্তে।সচেতন নাগরিককুল অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসনের সামনে কোভিড-১৯ প্রটোকল লঙ্ঘন করে চলাফেরা করলেও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা কোনও ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। যানবাহন গুলোকে কম যাত্রী নিয়ে চলাচল করার কথা থাকলেও, পুলিশের সামনে প্রায় প্রতিটি ছোট বড় যানবাহন অধিক যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। অথচ বাধা দেওয়ার কেউ নেই। এ রকম চলতে থাকলে করোনার গণ সংক্রমণের জন্য সমাজের দায়িত্বজ্ঞানহীন একাংশ জনগণের পাশাপাশি প্রশাসনও সমান দায়ী বলে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জেলার জেলার সচেতন নাগরিককুল।

ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র কিভাবে হবে প্রতিষ্ঠা

বেদ প্রতাপ বৈদিক

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.): গতকাল আমার লেখা প্রতিবেদন নিয়ে প্রতিক্রিয়া ঝড় উঠেছে।মানুষ জানতে চাইছে কিভাবে প্রকৃত গণতন্ত্র ভারতের প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিছু পরামর্শ দিন। প্রথমত ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। দলীয় পদে নির্বাচন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে বসানো যাবে। তাকে নির্বাচিত হয়ে দলীয় পথে বসতে হবে। এমনকি দলের সভাপতিকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়ত পৌরসভা, বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যেটা আগে করতে হবে তাহলে সেই ব্যক্তি যাতে নিজের দিকে বিপুল সমর্থন অর্জন করতে পারে। নেতাদের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করে কাউকে টিকিট দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে হবে। তৃতীয়ত দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদকের মতন পদগুলিতে দু"বারের বেশি একই ব্যক্তিকে রাখা যাবে না। চতুর্থ দলের আয়-ব্যয়ের হিসেব প্রতিবছর জনসমক্ষে আনতে হবে।ঘুষ এবং দালালির টাকায় দল চলবে না। পঞ্চম অপরাধীদের কোনভাবেই নির্বাচনে দলীয় টিকিট দেওয়া যাবে না। এমনকি তাদের দলীয় সদস্য পদ দেওয়া যাবে না।দলীয় সদস্য পদ দেওয়ার পরও যদি কোন নেতা অপরাধমূলক কাজ করে থাকেন তবে তার সদস্যপদ বাতিল করে দিতে হবে। ষষ্ঠ এমন আইন তৈরি করতে হবে যাতে কেউ দলবদল করলে আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত নির্বাচনে না দাঁড়াতে পারে বা সরকারি কোন পদ আরোহন করতে না পারে। সপ্তম কোন ব্যক্তি যদি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চায় তবে সেই দলের ইতিহাস, নীতি, আদর্শ সেই দলটির কিংবদন্তি রাজনীতিতে জীবনী তাকে জানতে হবে এবং পড়তে হবে।যোগ দেওয়ার আগে তার এক বছরের প্রশিক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজন।অষ্টম ধর্ম ও জাতপাতের নামে রাজনীতি করা যাবে না। যদি কোন দল এমন কাজ করে তবে তা নিষিদ্ধ করতে হবে।এমন আইন বলবৎ হলে বহু রাজনৈতিক দলই বন্ধ হয়ে যাবে। নবম কোন রাজনৈতিক দলের উচ্চপদে একটি পরিবার থেকে কেবলমাত্র একটি সদস্য থাকবে।কারণ বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে।দশম ক্ষমতাসীন দল সতর্ক থাকবে এবং বিরোধী দল ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে গণতন্ত্রে এটা কাম্য। এমনটা করতে গেলে দলীয় সদস্যদের তিন দিবসীয় এবং পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ শিবির এর মাধ্যমে শিক্ষিত করতে হবে।এর মাধ্যমে তাদের স্বচ্ছ নীতি, ধারণা, জ্ঞান তৈরি হবে।একাদশ দলীয় নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ এবং যেই নেতারা সাংবিধানিক পদে আছে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ প্রতিবছর সার্বজনীন করতে হবে।

শিলচরের কাঁঠাল বাগানে শতাধিক ব্যক্তিকে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বণ্টন

শিলচর (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার লায়ন্স ক্লাব অব শিলচরের উদ্যোগে ও নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার সহযোগিতায় শিলচরের পার্শ্ববর্তী কাঁঠাল বাগান এলাকায় শতাধিক মানুষের মধ্যে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয় বৃহস্পতিবার। এদিন প্রথমে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা ও পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রকৌশলিক বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর লায়ন্সের লায়ন্স অদিতি চৌধুরী, শিলচরের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দিলু দাস সহ অন্যান্যরা।

সংগঠনের অন্য বক্তারা কাঁঠাল বাগান এলাকার জনগণকে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং প্রকাশ্য স্থানে মুখে মাস্ক ব্যবহার করা জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

আজকের কর্মসূচিতে বিতরিত ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান করেন লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর লায়নেসের পক্ষে সভানেত্রী লায়ন্স সুমন পাটোয়া ও লায়ন্স অঞ্জনা দেব। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার পক্ষে সহযোগিতা করেছেন বাপি আচার্য, ননীগোপাল দেব, রাজদীপ দাস, শুভ্রা রাউত, সুতপা কর, আয়ুষী বিশ্বাস, পূজা দাস, ড় পুনাল নাথ, রাজ সুত্রধর প্রমুখ।

বর্তমান করোনা অতিমারির করুণ পরিস্থিতিতে সামাজিক দায়ভার পালনে এগিয়ে আসা নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থা ও শিলচর লায়ন্স ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

এদিকে, বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা কাঁঠাল বাগান এলাকার প্রত্যেক জনগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দিলু দাস।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

করোনাভাইরাস- আতঙ্ক নয়, চাই সাবধানতা

সাবধান থাকা অবশ্যই ভালো, তবে আতঙ্ক কখনই ভালো নয়।

করোনোভাইরাস ছড়ানো নিয়ে আশঙ্কা

করোনাভাইরাসের কথা এখন প্রায় সবার জানা। আশপাশের কেউ হাঁচি-কাশি দিলেই সবার আগে এই ভাইরাসের কথাই মাথায় আসে।ভারতের 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স'য়ের 'পালমোনোলজিস্ট' বা শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ ডা. করন মাদান বলেন, "করোনাভাইরাসের অধিকাংশ উপসর্গই মিলে যায় সাধারণ মৌসুমি সর্দিজ্বরের সঙ্গে। তাই কারও সমস্যা যদি মৃদুমাত্রার হয় তবে আমরা বলব করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে তার চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। মৃদুমন্দ জ্বর, কাশি, কফ ইত্যাদি হলে বিশ্রাম নিন এবং প্রচুর তরল পান করুন।""করোনাভাইরাস কয়েক ধরনের আছে, যার মধ্যে কিছু ভাইরাসের আক্রমণে সামান্য শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়। তবে আমরা চিন্তিত সেইসব রোগীদের নিয়ে যাদের প্রচণ্ড জ্বর এবং দম বন্ধ হয়ে আসার উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তাদের নিয়ে।"

তিনি আরও বলেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং করোনাভাইরাসে উপসমের মধ্যে অনেক মিল। এখনও পর্যন্ত এই দুই ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারা বেশ জটিল। নাক দিয়ে পানি আসলে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে, জ্বর হলে সবার উচিত হবে বিশ্রাম নেওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শে ভাইরাস-রোধক ওষুধ সেবন করা।"ভারতের 'সেন্টার ফর ডিজিজ ডাইনামিক্স, ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসি'র মহাপরিচালক প্রফেসর রামানান লক্ষ্মিনারায়ন বলেন, "যেসব প্রবীণ একাধিক রোগে ভুগছেন যা পরস্পরকে প্রভাবিত করে কিংবা যারা হৃদরোগ ভুগছেন, ইতোমধ্যেই স্ট্রোক করেছেন, তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন তাদের বিপদ বেশি। কারণ করোনাভাইরাসে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রবীণরাই।"প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্মিনারায়ন বলেন, "হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। মানুষের করমর্দন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে, অপরিষ্কার হাত দিয়ে মুখমণ্ডল স্পর্শ করা বর্জন করতে হবে, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন হতে হবে, অসুস্থ মানুষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কোনো স্থান নিয়ে আশঙ্কা থাকলে তা ভাইরাসমুক্ত করতে 'হাইড্রোজেন পারোক্সাইড' ব্যবহার করতে হবে। হাঁচি-কাশি দিতে হবে কনুইয়ের ভাঁজে। নিজে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আশপাশের মানুষদেরও সচেতন করতে হবে।"

করোনাভাইরাস: আপনার মোবাইল নিরাপদ তো?

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে অনেকেই বাইরে বের হচ্ছেন মুখে মাস্ক পরে। কিন্তু তাতে ঝুঁকি কমছে কতটা?চিকিৎসকরা বলছেন, সংক্রমণ এড়াতে চাইলে ঘন ঘন হাত ধোয়া ভালো। সেই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীও নিরাপদ রাখতে হবে। আর নিত্য ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে মোবাইল ফোন সবচেয়ে বেশি অপরিচ্ছন্ন থাকে বলে এর মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে সিঙ্গাপুরের

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন করোনাভাইরাস থেকে দূরে থাকতে চাইলে নিজের মোবাইলফোনটি নিয়মিত পরিষ্কার রাখা মাস্ক পরার চেয়েও কার্যকর হতে পারে।গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরের চার চিকিৎসক কোলেন থমাস, জুডি চেন, থাম হো মেং এবং লিম পিন পিন দেশটির জনসাধারণকে মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করে একটি বার্তা দিলে তা মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়ে।কিন্তু চার চিকিৎসকের ওই বার্তা নাচক করে সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, করোনাভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় কি না তা এখনও প্রমাণিত নয়। ফলে মাস্ক ব্যবহার করেই যে করোনাভাইরাসের বিপদ থেকে দূরে থাকা যাবে- সে নিশ্চয়তা নেই।বরং সংক্রমণ ছড়ানোর মাধ্যম হিসেবে হাতের মোবাইলফোনটিকেই তালিকায় সবার আগে রাখছেন সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল সেবার পরিচালক কেনেথ ম্যাক।এর আগে একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, টয়লেটের কমোডে বসায় জায়গাটির চেয়েও মোবাইল ফোনের গায়ে বেশি রোগ-জীবাণু পাওয়া যায়, কারণ মানুষ নিয়মিত টয়লেট পরিষ্কার করলেও দিনের বড় একটি সময় হাতে রাখা মোবাইল ফোনটির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ভাবে না।

২০১৮ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির চার জন গবেষক তাদের এক গবেষণায় দেখান, ফোনের স্ক্রিনের চেয়ে যন্ত্রটির গায়ে এবং ফোনের যে কভার থাকে তাতেই বেশি ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়।কথা বলার সময় ফোন থাকে চোখ, নাক ও ঠোঁটের কাছাকাছি। ফলে এসব অঙ্গের মাধ্যমে সহজেই মানুষের শরীর ভাইরাসে পৌঁছে যেতে পারে ভাইরাস।যারা টয়লেটেও মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখার অভ্যাস করেছেন, রোগজীবাণুর বিস্তার রোধে এখনই তাদের সে অভ্যাস বদলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা। ফোনকে কীভাবে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা যায়?

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন বলছে, আল্ট্রাভায়োলেট স্মার্টফোন সেনিটাইজার ডিভাইস ব্যবহার করে ফোনের অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা সম্ভব। এছাড়া অ্যালকোহল দ্রবণও কার্যকর হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।তারা বলছেন, হাতের কাছে কিছু না পেলে মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে ফোন মুছে নিলেও সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

করোনার ভয়কে জয় করবেন যেভাবে

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ইহা একটি স্যাটায়ার। হালকাচালে কিছু নিতে না চাইলে, পড়া থেকে বিরত থাকুন। ক্লিক করলেই পুরোটা পড়তে হবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি।

কী দিয়ে শুরু করব, সেটাই ভাবছিলাম। একবার মনে হচ্ছে, ইস্যুর তো অভাব নেই! আবার কখনো হারিকেন জ্বেলেও নতুন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে ঠিক করলাম, করোনাই সই, আর কী আছে এই জীবনে!আসলেই জীবনে আর কিছু নেই। এই করোনা এসে পুরো পৃথিবীর ভারসাম্যই নষ্ট করে দিচ্ছে। কখনো যিনি দুই লাইন লেখেননি, তিনিও আজ গল্প-কবিতা লিখছেন। অনেকে তো সারা জীবন বিজ্ঞানে না পড়েও, করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা করছেন। নতুন ভ্যাকসিন বানিয়েও ফেলতেন, যদি না উপাদানগুলো ঠিক সময়ে পাওয়া যেত! হতচ্ছাড়া সাধারণ ছুটি ওরফে লকডাউন সব ঘেঁটে দিল। চারদিকের সব রাস্তাঘাট বন্ধ করে রাখলে, মুক্তি আসবে কোন দিক দিয়ে শুনি?

এসব যখন খুব করে ভাবছিলাম, আর মুক্তির আসা পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে মনে পড়ল, আজ আমার বাজারে যাওয়ার কথা ছিল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লাম। যেতে যখন হবেই, আর দেরি করে লাভ কী?

বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই বুঝলাম, আমার মতো আরও অনেকেই আজ একই কথা ভেবেছেন। তাঁরা কেউই বাজার যেতে দেরি করতে চাননি। সাধারণ ছুটির শুরুর দিককার অবস্থা এখন ভুলে যাওয়ার দশা। আড়মোড়া ভেঙে ফেলেছে সবাই। কারণ আমরা শব্দের অর্থ বুঝে এগোই। ছুটিকে লকডাউন ভাবার মতো বোকা আমরা নই। তাই সুনসান সেই রাস্তাটা আজ আর নেই। বরং রাস্তায় প্রচুর মানুষ। রাস্তায় রিকশা যেমন আছে, তেমনি আছে প্রচুর প্রাইভেট কার। কয়েকজনকে গলাগলি করে সেলফি তুলতেও দেখলাম।

এসব দেখে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। প্রায় ১০—১২ দিন পর বের হয়েছি বলে একটু অপরাধবোধও হলো। অজান্তে মন গুনগুন করে উঠল, 'মেলায় যাই রে'।

কিন্তু একটু সন্দেহও হলো। নিজের ওপর অবিশ্বাস চলে আসছিল। আমি কি তবে ভুল দেখেছি? নাহ, চট করে মোবাইলে চেক করে জানলাম, আক্রান্ত বাড়ছেই। মৃত্যুও কমার লক্ষণ নেই।আমার মনের এই দ্বিধা বেশিক্ষণ জমে থাকতে দিলেন না জনৈক সবজিওয়ালা। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন পরেননি গ্লাভস-মাস্ক? তিনি জানিয়ে দিলেন, যে রোদ পড়েছে, করোনা এই অবস্থায় টিকবে না! আমার দুই হাত দূরে দাঁড়িয়ে আরেক ক্রেতাও এতে সম্মতি জানালেন এবং আমার আরও নিকটবর্তী হলেন। আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল, জানেন! গ্লাভস-মাস্ক পরার কারণে এই প্রথম এত লজ্জায় পড়লাম।

তাৎক্ষণিকভাবে সবজি বিক্রেতার চোখে লেগে থাকা সাহস আর মুখে লেপটে থাকা তাচ্ছিল্যের হাসি আমাকে মনে করিয়ে দিল তামিল চিত্রনায়ক ধানুশের কথা। কিছুদিন আগে বাসায় বসে অবসরে তাঁর অভিনীত একটা সিনেমা দেখেছিলাম। 'মারি টু'। তাতে ভিলেনকে বেশ একদফা ঝাড়ি দিয়েছিলেন ধানুশ। ভিলেন তাঁকে জানাচ্ছিল, সে কতটা খারাপ হতে পারে। আর মারিরূপী ধানুশ উত্তর দিয়েছিলেন এক কথায়। 'ইফ ইউ আর ব্যাড, আই অ্যাম ইওর ড্যাড'। বুঝতে পারলাম, মহামারিকে সেই একই উত্তর আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, এটা ভেবেই দুঃসাহসে এই গরমেও আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল! বুঝতে পারলাম, ভয়ের কিছু নেই। 'করুনা ভাইরাস' আমাদের একটা চুলও ফেলতে পারবে না।

বাজার শেষে বাসায় ফিরেই ফেসবুক খুললাম। ভাবলাম, করোনার ভয় কাটিয়ে ওঠার এই টোটকা জনস্বার্থে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। খুলেই দেখলাম, কম্ম সারা। সবাই শেয়ার করছে রাস্তায় পেকে টসটসে হয়ে যাওয়া যানজটের ছবি। আমার সারা জীবনের খেদ, আমি কারেন্ট ট্রেন্ড থেকে পিছিয়ে থাকি। এবারও সেটা প্রমাণিত হওয়ায় বেশ দমে গেলাম। এক কথায় বলতে গেলে, আমি আহত।এই দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই ফেসবুক থেকে বেরিয়ে গেলাম। দেখলেই বাড়ে পিছিয়ে থাকার জ্বালা।

আমির থাকছেন না, থাকবেন সালমান

এ বছরের ঈদে নিরাশ হয়েছেন সালমান খান ভক্তরা। করোনার কারণে এবারের ঈদে তাঁদের প্রিয় ভাইজানের ছবি মুক্তি পায়নি। বেশ কয়েক বছর ধরেই ঈদে সালমানের ছবি মুক্তির অপেক্ষায় থাকেন তাঁর হাজার হাজার অনুরাগী। আর সালমানও তাঁদের নিরাশ করেন না। করোনার কারণে দুই মাসের বেশি সময় ধরে তালা ঝুলছে ভারতের সব প্রেক্ষাগৃহে। দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। টেলিভিশন ধারাবাহিক এবং ছবির শুটিং মাঝপথে বন্ধ। এদিকে সালমানের বহু প্রতীক্ষিত ছবি "রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই"-এর শুটিং শেষবেলায় এসে থেমে গেছে। আর মাত্র ১০ দিনের শুটিং বাকি ভাইজানের এই ছবির।

জানা গেছে, লকডাউন উঠে গেলে তড়িঘড়ি করে "রাধে" ছবির শুটিং শেষ করবেন নির্মাতা। সাধারণত আগে শুটিং শেষ হয়। তারপর পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। ছবির শেষ অংশের শুটিং বাকি, এর মধ্যে এই ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এবার আসা যাক "রাধে" ছবির মুক্তির প্রসঙ্গে। মাঝে বিটাউনে শোনা যাচ্ছিল যে সালমানের এই ছবি ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তি পেতে চলেছে। পরে জানা যায়, বিগ বাজেটের এই ছবি কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, প্রযোজকেরা মোটেই তা চান না। এখনকার খবর অনুযায়ী, "রাধে" বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে। বড়দিনে আমির খান অভিনীত "ফরেস্ট গাম্প"—এর হিন্দি রিমেক "লাল সিং চাড্ডা" ছবিটির মুক্তির কথা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে আমিরের এই ছবির শুটিং অনেকটাই বাকি। তাই এ বছর বড়দিনে "লাল সিং চাড্ডা" ছবিটির মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। আর তার জায়গা নাকি নিতে চলেছে ভাইজানের "রাধে"। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের ছবি গেল বড়দিনে, আর বড়দিনের ছবির ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। সালমানও চান যে বড়দিনে "রাধে" মুক্তি পাক। কারণ, ঈদের মতো এটাও একটা উৎসব বলে মনে করেন ভাইজান।

সত্যটা জানালেন জাহ্নবী

বলিউডি ছবি মুক্তি নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা চলছে।

বিটাউনে জোর রব, একগুচ্ছ হিন্দি ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ডিজিটাল দুনিয়ায়। লকডাউনের কারণে প্রায় তিন মাস কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। দুই মাস ধরে তালাবদ্ধ সব প্রেক্ষাগৃহ। দেশের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নন। এর মধ্যে গুলাবো সিতাবো এবং শকুন্তলা দেবী ছবি দুটি ওটিটিতে আসতে চলেছে বলে নিশ্চিত করেছেন নির্মাতারা।

আগামী ১২ জুন অমিতাভ বচ্চন ও আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত গুলাবো সিতাবো আসতে চলেছে আমাজন প্রাইম ভিডিওতে। শকুন্তলা দেবী ছবিটিও আমাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে। তবে বিদ্যা বালান অভিনীত এ ছবির মুক্তির দিন এখনো ঘোষণা হয়নি। শোনা গিয়েছিল, জাহ্নবী কাপুরের গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল ছবিটিও ডিজিটালে মুক্তি পাবে। তবে বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন খোদ জাহ্নবী। আসল সত্য ফাঁস করেছেন এই বিটাউনকন্যা।

বিটাউনে জোর গুঞ্জন ছিল যে জাহ্নবী কাপুর অভিনীত দুটি ছবি গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল এবং দোস্তানা টু ওটিটিতে আসতে চলেছে। জাহ্নবী নিজেই এ খবর ভুল বলে জানিয়েছেন। এই বলিউড অভিনেত্রী বলেছেন, "আমার কানেও এ ধরনের খবর আসছে। ছবির শুটিংই যদি সম্পন্ন না হয়, তাহলে তা রিলিজ হবে কি করে?

গুঞ্জন সাক্সেনার বায়োপিকের প্রায় ৩০ দিনের ভিএফএক্সের কাজ বাকি। আর দোস্তানা টু ছবির অর্ধেক শুটিং এখনো বাকি। তাই এখনই এই ছবি দুটির মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই কোথায় ছবি মুক্তি পাবে, সেই প্রশ্ন অবান্তর।"

জাহ্নবী ডিজিটাল দুনিয়ায় পা রেখেছেন আগেই। ১ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়া নেটফ্লিক্সের ঘোস্ট স্টোরিজ-এ দেখা গিয়েছিল তাঁকে। জোয়া আখতার পরিচালিত এই ছবিতে জাহ্নবীর অভিনয় রীতিমতো প্রশংসিত হয়।

ঘরে বসে সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দীপিকা

টানা দুই মাস লকডাউনের চূড়ান্ত সুফল ভোগ করেছেন বলিউডের রোমান্টিক দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। এই দুই তারকাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দারুণভাবে সক্রিয়। হামেশাই তাঁরা তাঁদের অনুরাগীদের কাছে গৃহবন্দী দশার নানান রোমান্টিক মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। কখনো দীপিকাকে দেখা গেছে রান্নাঘরে গিয়ে রণবীরের জন্য বিশেষ কোনো পদ রান্না করতে, আবার কখনো সবাই সাক্ষী হয়েছেন রণবীর-দীপিকার প্রেমে ভরা খুনসুটির। তাঁদের এক চুমুর ভিডিও তো প্রায় কোটিবার দেখা হয়েছে ইনস্টাগ্রামে। লকডাউনে মানুষের মন ভালো রাখার উপায়ও বাতলেছেন বলিউডের 'মাস্তানি গার্ল'। এবার সবকিছু পাশে রেখে কাজে মন দিয়েছেন দীপিকা।

লকডাউনের মধ্যে ধীরে ধীরে কাজে ফিরছেন বলিউড তারকারা। সালমান খান এই সময় জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে সঙ্গে নিয়ে দুটি গানের শুটিং সেরে ফেলেছেন। অক্ষয় কুমার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের শুটিং সেরে ফেললেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অক্ষয় তাঁর আগামী ছবি 'বেল বটম'-এর চিত্রনাট্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। এদিকে দীপিকা পাড়ুকোনও বাসায় বসে তাঁর আগামী ছবির প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

অনলাইনে চিত্রনাট্য শোনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী। এবার এই গৃহবন্দী দশাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছেন দীপিকা। তাই নির্মাতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ব্যস্ত রাখছেন নিজেকে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন নতুন ছবির চিত্রনাট্য শুনছেন দীপিকা। এই সময় তিনি তাঁর আগামী ছবিটি চূড়ান্ত করতে চান। আর দীপিকার ইচ্ছা আবার কোনো নতুন রূপে দর্শকদের মন জয় করার। এর আগে পিকু, মাস্তানি, নয়না, ভেরোনিকা, পদ্মাবতীরূপে তিনি সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। দীপিকা তাঁর এই ক্যারিয়ার গ্রাফকে আরও অনেক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন বলে জানিয়েছেন।লকডাউন না থাকলে দীপিকা এই সময় শ্রীলঙ্কায় তাঁর আগামী ছবির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। শকুন বাত্রার ছবির মূল চরিত্রে আছেন তিনি। এই ছবির এখনো নাম ঠিক হয়নি। দীপিকা ছাড়া ছবিটিতে দেখা যাবে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও অনন্যা পান্ডেকে। দীপিকা অভিনীত '৮৩' ছবিটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। এই ছবিতে রণবীর সিং ও দীপিকার জুটি দেখা যাবে। কবির খান পরিচালিত '৮৩' ছবিতে রণবীর ভারতীয় ক্রিকেটার কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর স্ত্রী রোমির চরিত্রে দেখা যাবে দীপিকাকে। বিয়ের পর এই প্রথম তাঁরা একসঙ্গে পর্দায় আসতে চলেছেন।

দীপিকার প্রেমকাহিনি শুনুন

রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। বলিউডের সবচেয়ে চর্চিত জুটিদের একেবারে প্রথম সারির প্রথম নামগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রথম তাঁদের দেখা হয়েছিল সিঙ্গাপুরের একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। এরপর থেকেই নাকি রণবীর তাঁকে পটানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দেন বলে জানান দীপিকা। তিনি ফিল্মফেয়ারের সম্পাদক জিতেশ পিল্লাইকে আরও জানিয়েছেন, সেই সময় নাকি রণবীর অন্য একজনের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিলেন। যদিও ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে রণবীরকে এসব কথা বলা হলে মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করেছেন। আর মজা করে বলেছেন, 'কারও সঙ্গে হেসে, মিষ্টি করে দুটো কথা বললে কি তাকে পটানোর চেষ্টা বলে? এটা সাধারণ ভদ্রতা!' এরপর কত বসন্ত গেল। গতবার মেঘলা আকাশের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল সূর্যের হাসি। রণবীর আর দীপিকা মিডিয়ার সামনে দুজন দুজনের ভূয়সী প্রশংসা করতে কখনো কার্পণ্য করেননি। দুজন দুজনের জীবনে আসার পর কী ঘটল, সেই বিষয়েও কথা বলেছেন তাঁরা। দীপিকা জানান, রণবীর তাঁর জীবনে আসার আগে দীর্ঘদিন তিনি একা ছিলেন। রণবীর কাপুর তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর অবসাদ, বিষণতা কাটিয়ে কাউকে নতুন করে ভালোবাসার সাহস, শক্তি জোগাড় করে উঠতে পারেননি। তারপর রণবীর যখন তাঁর জীবনে এল, দীপিকার জন্য সেটা ছিল স্বস্তির। দীপিকা বলেন, 'আমি হাঁপ ছেড়ে বললাম, যাক, এখন আমি একা নই। আমার মনের কথা ভাগ করে নেওয়ার একটা মন জুটেছে। আর সেখান থেকে আমার প্রথম বিখ্যাত ডায়ালগ "এক চুটকি সিঁদুর" যখন রণবীর পরিয়ে দিল, আমি এর মাঝের কোনো একটা মুহূর্ত ভুলব না।' অন্যদিকে রণবীর জানান, দীপিকা তাঁর জীবনে এসেছেন

ফ্যাটি লিভারের রোগীদের জন্য কিছু পরামর্শ

প্রবীণ কিংবা যাঁরা হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের রোগী, তাঁদের মতো ফ্যাটি লিভারের রোগীরাও করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছেন। ফ্যাটি লিভার একটি বিপাকজনিত সমস্যা। স্থূল মানুষদেরই এ সমস্যা বেশি হয়। এতে যকৃতের সমস্যা ছাড়াও ইনসুলিন রেজিসট্যান্স, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে। কাজেই এই রোগীদেরও সতর্ক থাকতে হবে।

অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার যেমন কোমল পানীয়, চকলেট, ক্যান্ডি, কৃত্রিম জুস, ফ্রুকটোজ সিরাপ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন ইত্যাদি পরিহার করুন। এসব খাবারে থাকা বাড়তি চিনি শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হয় এবং যকৃতে জমা হয়।

সম্পৃক্ত চর্বি একেবারেই কম খাবেন। গরু-খাসির মাংস, ঘি, মাখন দিয়ে তৈরি খাবার হলো সম্পৃক্ত চর্বি। এ ছাড়া ট্রান্সফ্যাটও ক্ষতিকর। বেকারির তৈরি কেক বিস্কুট, ফাস্ট ফুড ইত্যাদিতে আছে ট্রান্সফ্যাট আর সম্পৃক্ত চর্বি।

পরিশোধিত শর্করার চেয়ে অপরিশোধিত জটিল শর্করা খান। যেমন সাদা চিনি, সাদা ব্রেড, সাদা আটা বা ময়দা আর চিকন চালের পরিবর্তে লাল আটা, লাল ব্রেড বা লাল চাল ভালো। আঁশযুক্ত খাবার খান। খাবারে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করুন। প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণ বেশি থাকে।

সবুজ শাকসবজি খাবেন। ফলমূল খাবেন। খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে দুদিন মাছ রাখুন। ওমেগা-৩ ফ্যাট আছে এমন মাছ হলো রুপচাঁদা, টুনা, স্যামন, ইলিশ ইত্যাদি।

সবুজ শাকসবজি খাবেন

ফলমূল খাবেন

খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে দুদিন মাছ রাখুন

লো ফ্যাট দুধ, দই, দুগ্ধজাত খাবার খান। আখরোট, চীনাবাদাম, সূর্যমুখীর বীজ ইত্যাদিতে ওমেগা-৩ আছে। ব্ল্যাক কফি ও গ্রিন টি যকৃতের জন্য উপকারী। তবে ধূমপান আর অ্যালকোহল বর্জন করতে হবে।

ওজন কমান। মাত্র ৫ শতাংশ ওজন কমলেই যকৃতের চর্বি অনেকটাই কমে যায়। আর ৭ থেকে ১০ শতাংশ ওজন কমাতে পারলে যকৃতের কোষগুলোর প্রদাহ কমানো সম্ভব।

আমরা তো ওনার চাকর নই রাজ্যপালকে নিশানা মমতার

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.): বৃহস্পতিবার ফের একবার নবান্নে থেকে রাজ্যপালকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের একাধিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওনার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর কত করবো। আমরা তো ওনার চাকর নই।'

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মনোনীত হয়ে রাজ্যপাল হয়ে আসার পর থেকেই রাজ্য রাজ্যপালের তরজা তুঙ্গে। রাজ্যের প্রতিটি কাজে যেমন রাজ্যপাল শোভন ঠিক তেমনি রাজ্যপালের গতিবিধি ও প্রত্যেক টি মন্তব্য সমালোচনা করে রাজ্য। দিনে তার অন্যথা না করে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে বলেন, 'রাজ্যপালের পদের মর্যাদাটা আমরা জানি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও সম্মান করা হোক। যে চেয়ারের যে মর্যাদা সেটা রাখা উচিত। রাজ্যপালকে আমরা সম্মান করি। রাজ্যপাল রাজনৈতিক দলের মত কথা বলতে পারেন না। রাজ্যপাল বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী কোন চিঠির জবাব দেন না। সকাল থেকে কত কিছু সামলাবো। সকাল থেকে কোভিড সামলাবো, না আপনার প্রত্যেকটা কোয়ারির উত্তর দিয়ে যাব? যেন আমরা ওনার চাকর-বাকর! বিজেপির কোন লোকটা মার খেলে, কেন বডি পোড়ানো হল, ইত্যাদি তার পরেও উনার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে'। এর পরেই রাজ্যপালের সাথে তার কথোপকথনের প্রিন্ট আউট সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু গতকালই রাজ্যপালের সঙ্গে চারবার কথা বলেছি। কতবার ওনার সঙ্গে কথা বলব। রাজ্যপাল আমাকে অনেক মেসেজ করেছেন। ফোন করেছেন। উনার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর কত করবো! আমরা তো ওনার চাকর নই। উনি আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয়। পারলে সকাল থেকে রাত অবধি ওনাকে প্রণাম করতে যেতে হয়। সময় পেলে সেটাও করতাম।'

অন্যদিকে, ভার্চুয়াল বৈঠকে উপাচার্যরা যোগ দেননি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মত, 'উনি প্রথমে বিহার ইউপি এবং অন্যান্য রাজ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের এখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ওনার সঙ্গে ছাত্রদেরদের সঙ্গে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু আমি কতবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গেছি? অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গেছি? একমাত্র যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তখনই গেছিলাম। আমাকে তো সবাই ডাকে কিন্তু আমি কখনও বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারফেয়ার করিনা। কারণ আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সম্মান করি আমি। একটা সরকার কাজ করবে নাকি শুধু কেন্দ্রকে জবাবদিহি করবে। রাজ্যপালের সঙ্গে উপাচার্যদের বৈঠক হবে কিনা জানানো হয়েছে। শিক্ষা দফতর বিধি অনুযায়ী জানিয়ে দিয়েছে। তারপরেও রোজ এক কথা বলে যাচ্ছেন।'

এদিকে উপাচার্যদের রাজ্যপাল ভর্ৎসনা করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার কথায়, কলেজের পরীক্ষা নিয়ে ইউজিসির গাইডলাইন। প্রথম গাইডলাইন মেনে কাজ করা হচ্ছে। এখনই পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। উনি জানেন না রাজ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে হয়। বলা হয়েছে উপাচার্যরা ট্রেড ইউনিয়ন করছেন। উপাচার্যদের কিছু বললে বাংলা গর্জে উঠবে। ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ না দিলে ভয়ঙ্কর হবে, হুঁশিয়ারি দিয়ে টুইট করেছিলেন রাজ্যপাল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কি ভয়ঙ্কর হবে।'

অন্যদিকে, হেমতাবাদ এর বিধায়ক মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক হিংসা বলে সুর জড়িয়েছেন রাজ্যপাল। যদিও ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওই বিধায়কের মৃত্যু হয়েছে আত্মহত্যার কারণেই। তবুও ওই রিপোর্টকে মানতে নারাজ বিজেপি। এ প্রসঙ্গে রাজ্যপাল কে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওনাকে প্রমাণ করতে হবে এটা পলিটিক্যাল মার্ডার। অন্যথায় ওনার পদে থাকার যোগ্যতা নেই। আমার কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে সুইসাইড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিআইডি তদন্ত চলছে। এতক্ষণ না পুরো রিপোর্ট আসছে, ততক্ষণ আমি এটা মার্ডার বলবো না।' পাশাপাশি তার কটাক্ষ, 'উনি বিজেপির মাউথ পিস এর থেকেও বেশি কাজ করছে। অমিত শাহ-র থেকেও বেশি কথা। অমিত শাহ আমাকে বলেছিলেন আমি প্রধানমন্ত্রী কাউকে মানি না। উনিতো প্রধানমন্ত্রীকেও মানছেন না অমিত শাহও কেও মানছেন না, এমনকি বিজেপি পার্টি থেকেও ভয়ঙ্কর কথা বলছেন।'

এরপরে খানিক সুর নরম করে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'আমি চাই উনি ভালো থাকুন। ভালো করে খাওয়া দাওয়া করুন। যোগ ব্যায়াম করুন। মেন্টাল রিল্যাক্স করুন। আমি আশা করব ওনার শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। এবার একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। আমরা ভাল মানুষ বলে সহ্য করি। তাবলে কিন্তু সহ্য যেন ভাষাকে দংশন না করে। এতে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত।

ভারতই বিশ্বকে করোনার ভ্যাকসিন দেবে : বিল গেটস

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই (হি. স.) : ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। ভারতই বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর কাছে করোনার ভ্যাকসিন দেবে। এমনই আশা প্রকাশ করেছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস।

তিনি বলেন, 'ভারত একটি বিরাট দেশ। এর জনসংখ্যাও প্রচুর। বিশেষত শহুরে এলাকায় জনঘনত্ব বেশি। সেকারণে করোনা মোকাবিলায় ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তবে ভারতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। ভারতের ওষুধ কোম্পানিগুলি ভ্যাকসিন তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।' মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা আরও বলেন, 'ভারতের ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি সারা বিশ্বে ওষুধ ও ভ্যাকসিন রপ্তানি করে থাকে। সেকারণে ভারতে কোভিড ১৯-এর ভ্যাকসিন আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আর বিশ্বের অন্য দেশগুলির চেয়ে ভারতেই সবথেকে বেশি ভ্যাকসিন তৈরি হয় এবং তা বিশ্বে রপ্তানি হয়। সেরাম ইনস্টিটিউট, ভারত (বায়োটেক), বায়ো ই-এর মতো ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানি ভালো কাজ করছে। তারা করোনার ভ্যাকসিন তৈরিও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি আশাবাদী, ভারতীয় সংস্থাগুলি দেশের পাশাপাশি বিশ্বকে করোনা ভ্যাকসিন দিতে সমর্থ হবে। মৃত্যুহার কমাতে ও করোনা প্রতিরোধ করতে ভ্যাকসিন আবশ্যক। একমাত্র ভ্যাকসিনই পারবে করোনা মহামারীর বিনাশ করতে।'

করোনা চিকিৎসার খরচ বেসরকারি হাসপাতালগুলো জন্য বেঁধে দিল পঞ্জাব সরকার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.): করোনা রোগীদের চিকিৎসা করার নামে আকাশছোঁয়া বিল তুলে রীতিমত সাধারন মানুষদের লুটছে বেসরকারি হাসপাতালগুলি। এমন অভিযোগ পেয়ে অবশেষে নড়েচড়ে বসল পঞ্জাব সরকার।করোনা রোগের চিকিৎসার জন্য বেসরকারী হাসপাতালগুলির ফি বেঁধে দিল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দর সিং। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন এই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ডা: কে কে তালওয়ার কমিটির সুপারিশ মেনে এই ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা মানতে বাধ্য প্রতিটা বেসরকারি হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলি। এই খরচের মধ্যে ধরা হয়েছে আইসোলেশন বেড, আইসিইউ বেড, হাসপাতালে রোগী প্রবেশের পর খরচগুলি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতোই পঞ্জাবে বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ।রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী নিজেদের একান্ত বাসে নিয়ে গিয়েছে।সবকাবি হাসপাতালগুলোতে করোনা চিকিৎসার শয্যা না পেয়েই বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

পুনের জেল থেকে ফেরার পাঁচ কয়েদি

পুনে, ১৬ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রের পুনের রেয়বড়া জেল থেকে বৃহস্পতিবার সকালে পাঁচজন অপরাধী পালিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় থানায় প্রশাসনের তরফ থেকে ওই ফেরার কয়েদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুনে পুলিশ হন্যে হয়ে ওই পাঁচ ফেরার কয়দিকে খুঁজছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে জেলের দোতলায় দেবগন চবন, অক্ষয় চবন, গণেশ চবন, আজিংকিয়া কামলি, সনি পিন্টু নামক কয়েদিদের রাখা হয়েছিল। বুধবার রাতে জেলের ভেতরে ডিউটিতে ছিলেন সুরেশ যোশি এবং নীতিন শিন্ডে। জানালা ভেঙে ওই

ছয়ের পাতায়

অবশেষে বাংলাদেশ থেকে জন্মভিটেয় ফিরতে শুক্রবারের প্রহর গুণছেন করিমগঞ্জ শহরের পাঁচ নাগরিক

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষপর্যন্ত জন্মভিটেয় ফিরে আসতে আগামীকাল শুক্রবারের প্রহর গুণছেন করিমগঞ্জ শহরের পাঁচ নাগরিক। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে নিকট-আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তাঁরা। করোনা-কাঁটায় লকডাউন জারির ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত যাতায়াতের জন্য সিল করে দেওয়া হয়েছিল। এতেই বিপাকে পড়ে যান করিমগঞ্জ শহরের শ্যামাপ্রসাদ রোডের পাঁচ বাসিন্দা চন্দনা বর্ধন, অনুপ দেব, মণ্টি বর্ধন, তুলি বর্ধন ও মেহেক দেব।

গত ১১ এপ্রিল তাঁদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের বেশিদিন থাকার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। এমতাবস্থায় তাঁরা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সাহায্য চেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগের ফসলও মিলেছে। চলতি মাসের ১০ জুলাই অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এ সম্পর্কে একটি পত্র লিখে পাঠান। কৃষ্ণেন্দুর চিঠি পেয়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় হাইকমিশনার কার্যালয়ের সহযোগিতায় আগামীকাল অর্থাৎ ১৭ জুলাই করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে তাঁদের নিজ দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ চার মাস পাঁচ দিনের মাথায় বাংলাদেশ থেকে নিজের দেশে ফেরার অনুমতি পেলেন করিমগঞ্জ শ্যামাপ্রসাদ রোডের পাঁচ বাসিন্দা। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর তাঁরা জন্মভিটেয় ফেরার খবরে অত্যন্ত আনন্দিত বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে আটকে পড়া করিমগঞ্জের পাঁচ নাগরিক। বাংলাদেশে ভ্রমণে গিয়ে তাঁরা সেখানে করোনা ভাইরাসের প্রকোপে ফেঁসে যান বলে জানা গেছে।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থানরত করিমগঞ্জের অনুপ দেব কথা বলতে গিয়ে জানান, সকালবেলা আধঘণ্টা অন্তর অন্তর ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার ও সিলেটের ভারতীয় হাই কমিশনারের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি ফোন আসে তাঁর কাছে। ফোন করে তাঁদের দেশে ফেরার কথা জানানো হয়। তবে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় তাঁরা জকিগঞ্জ বর্ডার ব্যবহার করলেও সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতিতে এই সীমান্ত এলাকায় সবধরনের যোগাযোগ বন্ধ। তাই তাঁদের করিমগঞ্জ সুতারকান্দি বর্ডার হয়েই ভারতে প্রবেশ করতে হবে বলে ভারতীয় হাই কমিশনার থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে অনুপ দেবের শাশুড়ি তথা করিমগঞ্জ মেদল গ্রামের বাসিন্দা চন্দনা বর্ধন জানান, গত ১১ মার্চ তিনি বাপ-দাদাদের পৈতৃক ভিটের টানে দুই কন্যা যথাক্রমে তুলি বর্ধন, বিবাহিত কন্যা মণ্টি দেব জামাতা অনুপ দেব ও দু-বছরের এক নাতনি মেহেক দেবকে সঙ্গে নিয়ে ওপার বাংলায় পাড়ি দিয়েছিলেন। কথা ছিল আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পনেরো দিন পর আবার স্বদেশে ফিরবেন। কিন্তু হঠাৎ করে গোটা বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় তাঁদেরকে আটকে থাকতে হয়। ধীরে ধীরে করোনা পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় তাঁদের আর ফেরা হয়নি দেশের মাটিতে। পরে তারা বাংলাদেশের ফেসুগঞ্জ থেকে ভারতের মাটিতে ফেরার অনুরোধ জানান। এমনকি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় হাই কমিশনারের কাছেও তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনতে আবেদন জানান। করিমগঞ্জের দুই বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ও কৃষ্ণেন্দু পালের কাছেও তাঁরা সাহায্য কামনা করেন।

পরবর্তীতে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের তৎপরতায় ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হস্তক্ষেপে তাঁদের বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তাঁরা আগামীকাল করিমগঞ্জে ফিরছেন। তাঁদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনতে কৃষ্ণেন্দু পাল যে আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন, বিদেশে আটকে পড়া চন্দনা বর্ধন এর জন্য তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দায়িত্ব নিলেন কাটিগড়ার সার্কল অফিসার নবাগত প্রাঞ্জল দেব

কাটিগড়া (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল কাটিগড়ার সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাঞ্জল দেব। তিনি মদিরা বেগমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। মদিরা বেগমকে বদলি করা হয়েছে নগাঁও জেলায়। নবাগত প্রাঞ্জল দেব তিনসুকিয়া জেলায় কর্মরত ছিলেন।

এদিকে বদলির আদেশ পেয়েই সোমবার তড়িঘড়ি অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার দেবাজ্যোতি গগৈয়ের কাছে দায়িত্বভার সমঝে রিলিজ নিয়ে নগাঁও চলে গিয়েছেন মদিরা বেগম। নগাঁও জেলায় তাঁর বাড়ি। আজ বৃহস্পতিবার অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার দেবাজ্যোতি গগৈয়ের কাছ থেকে দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন নবাগত কাটিগড়ার সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রাঞ্জল দেব। প্রাঞ্জল দেবের বাড়ি শিলচরে আসাম ইউনিভার্সিটি লাগোয়া আইরংমারায়।

কাছাড়ের ডিগাবর চা বাগানে আগুন, পুড়ে ছাই মুদি দোকান, সুরক্ষিত বাজার এলাকা

কালাইন (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইনের পার্শবর্তী ডিগাবর চা বাগান বাজারে সংঘটিত হয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বুধবার রাতে সংঘটিত ভয়াবহ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একটি মুদি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে সৌভাগ্যবলে গোটা বাজার আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে।

গতকাল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ আচমকা সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। দোকান মালিকের কম করেও তিন লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দোকান মালিক বিশ্বজিৎ গোয়ালা রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যান। হঠাৎ করে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাজারে আগুন লাগায় শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। মানুষের হল্লা-চিৎকারে বিশ্বজিৎ গোয়ালা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর দোকানই আগুনে জ্বলছে। আশপাশের লোকজন তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।

ভৈরবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি দীপন রায় অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে জানতে পেরে তাৎক্ষণিক কালাইন অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে খবর দেন। কালাইন থেকে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর গাড়ি। কিন্তু ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখায় সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় বিশ্বজিৎ গোয়ালার মুদি দোকান। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে বাজারের অন্যান্য দোকানপাট। অগ্নিকাণ্ডের উৎস জানা যায়নি।

এদিকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে ডিগাবরে ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্বজিৎ গোয়ালার খোঁজ নিতে ছুটে যান ভৈরবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি দীপন রায় ও পঞ্চায়েত সদস্য বাবুল রবিদাস। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সামনে পেয়ে বিশ্বজিৎ গোয়ালা জানান, বহু পরিশ্রম করে তিনি তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন। আগে বহিঃরাজ্যে কঠোর পরিশ্রম করে সামান্য টাকা জমিয়ে দোকান শুরু করেছিলেন। পরে বন্ধন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানে সামগ্রী মজুত করেছেন। এছাড়া নিজের গরু ছাগল বিক্রি করে দোকানে বিনিয়োগ করে ব্যবসার পরিসর বড় করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বুধবার আরও ত্রিশ হাজার টাকার সামগ্রী মজুত করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সবকিছুই মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রতিনিধিদের জানান তিনি জানান, অন্তত সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে পঞ্চায়েত।

পঞ্চায়েত সভাপতি দীপন রায় ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্বজিৎ গোয়ালাকে আশ্বস্ত করে বলেন, সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রচেষ্টা করবেন তিনি। আগুন লাগার আসল কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

১০ বছরের কম সময় চাকরি করা সেনাকর্মীরাও পাবে পেনশন

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.): ১০ বছরেরও কম সময়ে যে সকল সেনাকর্মী ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিল তাদেরকেও ইনভ্যালিডেড পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।এই ধরণের পেনশন সেই সকল সেনা কর্মীকে দেওয়া হয় যারা শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতার কারণে সামরিক পরিষেবা দিতে না পেরে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। এই প্রস্তাবকে ইতিমধ্যেই মঞ্জুরী দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

এই সুবিধা সেই সকল প্রাক্তন সেনা জওয়ানরা পাবে যারা ৪ জানুয়ারি, ২০১৯ সালের আগে বা পরে সেনাবাহিনীতে ছিলেন। আগে ইনভ্যালিডেড পেনশন পেতে হলে ন্যূনতম ১০ বছর বা তার বেশি সময় সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে হতো। ১০ বছরের কম সময়েদের জন্য বরাদ্দ ছিল গ্রাচুয়িটি।বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের ফলে লাভবান হবে শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতার কারণে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করা সেনাকর্মীরা। শারীরিক দুর্বলতার কারণে যে সকল সেনা কর্মীরা নিজেদের সিভিলিয়ান জীবনে কর্মসংস্থান জোটাতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য এই পেনশন বড় ধরণের স্বস্তি বলে মনে করা হচ্ছে।

আগামী দিনে দৈনিক ১০ লক্ষ করোনা পরীক্ষা হবে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন বৃহস্পতিবার দিল্লির এইমস এগিয়ে রাজকুমারি আমৃত কৌর ওপিডি ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। দেশের প্রবীণ নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য এই ওপিডি ওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে। উদ্বোধন উপলক্ষে এখানে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়।এই উপলক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনে এইমসের আরো কয়েকটি ব্লগ তৈরি করা হবে।

এই উপলক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, দেশের সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬৩.২৫ শতাংশ। সেখানে মৃতের হার মাত্র ২.৫৭ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের ২ শতাংশেরও কম রোগী আইসিইউতে রয়েছে।০.৩২ শতাংশ রোগী ভেন্টিলেটরে রয়েছে।আগামী দিনে ১০ লাখের বেশি করোনা পরীক্ষা দৈনিক হবে ভারতে।

অধ্যক্ষের নোটিসের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ বিক্ষুব্ধ বিধায়করা

জয়পুর, ১৬ জুলাই (হি. স.): রাজস্থান বিধানসভার অধ্যক্ষ সিপি যোশীর জারি করা নোটিসের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলো কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বিধায়করা। বুধবার রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট সহ ১৯ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়কের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ সিপি যোশী। দল বিরোধী কাজ করার জন্য ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে বিধায়কদের জবাবদিহি করতে বলেন অধ্যক্ষ।উল্লেখ করা যেতে পারে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মহেশ যোশী বিধানসভার অধ্যক্ষ সিপি যোশীর কাছে অভিযোগ করেন যে শচীন পাইলট সহ ১৯ জন বিধায়ক নিয়ম ভঙ্গ করেছে।এরপরই ওই সকল বিধায়কদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেন অধ্যক্ষ।বিধায়কদের মাথার ওপর অযোগ্য প্রতিপন্ন হওয়ার খাড়া ঝুলতে থাকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে কংগ্রেসের তরফ থেকে ওই ১৯ বিধায়কের বিরুদ্ধে অযোগ্য ঘোষণা করার দাবি অধ্যক্ষের কাছে করা হয়েছে। অধ্যক্ষের নোটিশ জারি হওয়ার পরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিধায়করা। উল্লেখ করা যেতে পারে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশের পর টলোমলো অবস্থা রাজস্থানে কংগ্রেস সরকারের। শচীন পাইলট সহ ১৯ বিধায়ক বিক্ষুব্ধ হয়ে যাওয়ার জেরে সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যদিও শচীন পাইলট দাবি করেছেন যে তিনি এখনো কংগ্রেসের বিধায়ক রয়েছেন।কিন্তু ইতিমধ্যেই তাকে উপ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

করোনা-প্রভাব : নয়দিনের জন্য মেঘালয়ের সব প্রবেশদ্বার বন্ধ

শিলং, ১৬ জুলাই (হি.স.) : করোনা-র সাথে লড়াই করতে করতে সামনের সারির যোদ্ধারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই মেঘালয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্যের সমস্ত প্রবেশদ্বার ২৩ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তাতে মেঘালয়ের বিভিন্ন জেলার বর্ণিহাট, রাতাছড়া, বাজেংডোবা, টিক্রিকিলা, মিরজুমলা এবং হলদিয়াগঞ্জের প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখা হবে।

মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রিস্টন টিনসং বলেন, জরুরি পরিষেবা, পণ্য আমদানি এবং অসমমুখি গাড়ি যাতায়াতের জন্য ওই সব প্রবেশদ্বার খোলা হবে। তাঁর কথায়, করোনা-প্রকোপের ফলে বেশ কয়েকমাস ধরে জেলা প্রশাসন নজরদারি চালাতে গিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। এই সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য দফতর এবং কোভিড টিম আচরণগত পরিবর্তন শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, বন্ধ থাকাকালীন বর্ণিহাটের প্রবেশদ্বার অন্যত্র স্থানান্তরের বিষয়ে পর্যালোচনা হবে। মেঘালয় সরকার আবেদন জানিয়েছে, ওই দিনগুলিতে রাজ্যে ফেরার পরিকল্পনা করেছেন যাঁরা তাঁরা সূচি পরিবর্তন করে নিন। করোনা মোকাবিলায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয়বাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন। তাতে, করোনা-র বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হবে।

অসম : আগস্টে বৃদ্ধি পেতে পারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, গুয়াহাটিতে আরও চারটি কোভিড সেন্টার : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটির পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা। এক গুয়াহাটিতেই প্রায় ১২ হাজার আক্রান্ত হয়েছেন। তাই গুয়াহাটিতে আরও চারটি কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলা হবে। তাছাড়া গোটা রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য ১০,০০০টি বিছানা প্রস্তুত করা হবে।

বৃহস্পতিবার অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই তথ্য দিয়ে জানান, কামরূপ মহানগর জেলায় করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। তাই আরও চারটি কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছে তাঁর দফতর। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুয়াহাটির উপকণ্ঠ আজারায় গিরিজানন্দ চৌধুরী ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি। সেখানে ১০০০টি শয্যা থাকবে। ৫০ জনের এক চিকিৎসক দল ওই কোভিড সেন্টারে নিয়োগ করা হবে।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৯ জন মারাত্মক এই সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল রাত পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৯,৭৫৪ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,৮৮৮ জন। ৬,৮১৫ জন সক্রিয় রোগীর চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে।

করোনা পরীক্ষা, কালাইন হাসপাতালে তৃতীয় দফায় ৩৩ জনের সোয়াব সংগ্রহ

কালাইন (অসম), ১৬ জুলাই (হি.স.) : বর্তমানে চতুর্দিকে অতিমারি করোনা ভাইরাসের হামলা এতটাই বেড়েছে যে সাধারণ জনগণ চরম ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। একইভাবে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার কালাইন এলাকায় জনগণকে করোনা আতঙ্ক তীব্রভাবে তাড়া করছে। এবার ধীরে ধীরে নিজেদের স্বাস্থ্যের অবস্থান জানতে সোয়াব পরীক্ষা করাতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছেন মানুষ।

করোনা পরীক্ষার জন্য কালাইন এফআরইউ হাসপাতালে তৃতীয় দফায় ৩৩ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে। কালাইন সিএইচসি হাসপাতাল চত্বরের এক চিকিৎসক, তিন নার্স, এক নার্সের স্বামী সহ মোট ৫ জনের করোনা পজিটিভের খবর সামনে আসার পর বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এলাকার লোকজন। এছাড়া সমগ্র কাটিগড়ায় এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৪ জনের কোভিড পজিটিভের খবর পাওয়া গেছে। তাই বিষয়টি সাধারণ জনমনে চরম দুশ্চিন্তার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আসাম টার্গেটেড সার্ভেইল্যান্স প্রোগ্রামের অধীনে গত ৩০ জুনের পর ৭ জুলাই সোয়াব সংগ্রহ করা হয়। করোনা ভাইরাসের লক্ষণ নিশ্চিত হতে আসাম টার্গেটেড সার্ভেইল্যান্স প্রোগ্রামের (এটিএসপি) আওতাধীন তৃতীয় পর্যায়ে সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের আউটডোর ল্যাবরেটরিতে বৃহস্পতিবার মোট ৩৩ জনের সোয়াব সংগ্রহ করেন ল্যাবরেটরি কর্মীরা। সিএইচসি হাসপাতালের কর্মী তথা অ্যাম্বুল্যান্স চালক সহ এলাকার ব্যবসায়ী অসিত বরণ দে, সুখেন্দু কর সহ মোট ৩৩ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে সোয়াব প্রদান করে বিজেপি অসিত বরণ দে জানিয়েছেন, এই ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট ধারণার জন্য সর্বস্তরের মানুষের সোয়াব টেস্টের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই নিজেদের দায়িত্বে এগিয়ে এসে স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে সকলের সোয়াব পরীক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা বিজেপি নেতা অসিত বরণ দে।

আগামী ২/৩ দিনের মধ্যেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত সোয়াব পরীক্ষার ফলাফল আসবে বলে জানা গেছে।

প্রয়াত আধ্যাত্মিক গুরু পুরুষোত্তম প্রিয়দাস স্বামী, শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

সুরাট, ১৬ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত হলেন আমেদাবাদের মণিনগর ভিত্তিক স্বামীনারায়ণ গদি সংস্থানের আধ্যাত্মিক প্রধান পুরুষোত্তম প্রিয়দাস স্বামীজী। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন পুরুষোত্তম প্রিয়দাস স্বামীজী। মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার গুজরাটের সুরাটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর গত ২৮ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এরপর বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আধ্যাত্মিক গুরু পুরুষোত্তম প্রিয়দাস স্বামীজির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, সমাজের প্রতি অমূল্য অবদানের জন্য আমরা চিরকাল আচার্য শ্রী পুরুষোত্তম প্রিয়দাসজি স্বামীশ্রী মহারাজকে মনে রাখব।

২৫ জুলাই পর্যন্ত অনলাইনে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের ভরতি

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনার জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ১৫ জুলাই থেকে গুয়াহাটির কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অন লাইনে ভরতি শুরু হয়েছে। ২৫ জুলাই সন্ধে সাতটা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে ভরতির আবেদন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জারিকৃত নোটিশে ভরতির দিনক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে।

জানানো হয়েছে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৫ জুলাই থেকে ভরতি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় ৩২০টি এবং কলা শাখায় ১২০টি আসন রয়েছে। দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। আগামী ৩০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেধা ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশ করবেন। অনলাইনে ভরতি হতে ছাত্রছাত্রীদের কোনও মাশুল দিতে হবে না। অন্যদিকে, বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন আসাম (সেবা)-এর 'অন্বেষণ' নামের পোর্টালের মাধ্যমে ২০ জুন থেকে এ বছরে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করেছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশে ওয়েবসাইটে আবেদন না করার কথা বলা হয়েছে।

রাজ্যপাল মায়াকান্না কাঁদছেন, পাল্টা পার্থ

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি স) : ফের রাজ্যপাল বনাম রাজ্য তরজা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার উচ্চশিক্ষা দফতরের জারি করা বিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এরপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে ”রাজ্যপাল মায়াকান্না কাঁদছেন। যে ভাষায় কথা বলছেন তাতে মনে হয় না তিনি বিধি জানেন ” পাল্টা অভিযোগ তুললেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যপাল বলেন ” উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে যে বিধি জারির কথা বলা হয়েছে, সেই বিধি বিধানসভায় সভায় পেশ করা হয়নি। আমার কাছে পাঠানো হয়নি। আমার স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। সেই বিধির কার্যকারিতা কীভাবে হল” !

এই প্রসঙ্গ তুলে পাল্টা শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ” ওনাকে অসম্মান করার ইচ্ছা আমাদের নেই। রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে কথা নিজেই টুইট করেছিলেন উনি। বৈঠকের বিষয়ে নিজেই সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। পরীক্ষা পেছানোর জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি। সবকিছুই তার সঙ্গে বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছিল।কিন্তু তিনি ছাত্রদের কল্যাণে কি করেছেন? রাজ্যপা নিজে বলেছেন দেখব। কিন্তু তারপরও ছাত্রদের উৎকণ্ঠা কমছে না। এখন মনে হচ্ছে রাজ্যপাল মায়াকান্না কাঁদছেন।যে ভাষায় কথা বলছেন তাতে মনে হয় না তিনি বিধি জানেন। বিধি অনুযায়ী উপাচার্যরা ভার্চুয়াল বৈঠকে থাকেননি। শিক্ষা দফতর থেকে তিনটি চিঠি রাজ্যপালকে পাঠানো হয়েছে। পড়ুয়াদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। রাজ্যপাল নিজের বিবেক কে প্রশ্ন করুন সত্য বলছেন না মিথ্যা”।

সংবিধান তুলে রাজ্যপালকে নিশানা করে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তোপ দাগিয়ে আরও বলেন, ”রাজ্যপালের মনে হচ্ছে ছাদ ভেঙ্গে পড়তে পারে।কলকাতা, যাদবপুর দেশের প্রথম দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে।আমাদের ছাদ ফুটো করার ক্ষমতা কারোর নেই।আমরা ছাত্রদের পাশে আছি, ছিলাম, থাকবো। গত ৯ বছরে ৫০ টি নতুন কলেজ তৈরি হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ওনার টুইট বরাবর নজরে রেখেছি সত্যের অপলাপ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলছেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সত্যটা তুলে ধরতে হবে। অসত্য বললে তা তুলে ধরা আমাদের কাজ। বাংলা কৃষ্টি-সংস্কৃতির ছাদ কে কোনভাবেই ভাঙা যাবে না। রাজা থেকে প্রজা সকলেই সংবিধান অনুযায়ী চলতে বাধ্য”।

দিদিমনির ভুলেতে কোভিড বাড়ছে : দিলীপ ঘোষ

দুর্গাপুর, ১৬ জুলাই (হি.স.) : 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, দুর্নীতিমুক্ত, হিংসামুক্ত প্রশাসন সারা ভারত বর্ষে দিয়েছি। পশ্চিমবাংলাতেও দেবো। যাদের কষ্ট হচ্ছে, তাদের কষ্ট জানি। কয়লা টাকা খেয়ে কালো, মোটা হয়ে গেছে। বালির টাকা খেয়ে ফর্সা হয়ে গেছেন। তারাই আমাদের চমকানোর চেষ্টা করছেন। ওটা করতে যেও না। আমরা দিল্লী অব্দি চমকাতে পারি।' বৃহঃস্পতিবার দুর্গাপুর মেনগেট এলাকায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে চা চক্রে এসে এমনই কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারী দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দীলিপ ঘোষ।

উল্লেখ্য, লকডাউনের জেরে গত ৩ মাস রাজনৈতিক দলগুলির জেলা সফর কর্মসূচী একপ্রকার বন্ধ ছিল। বুধবার বীরভুম থেকে দুর্গাপুরে আসেন বিজেপি সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া যাওয়ার আগে সকালে দুর্গাপুর মেনগেট এলাকায় দলীয়কর্মীদের নিয়ে চা চক্র করেন। এদিন তিনি বলেন,' আমরা পিড়িত তাই রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা যাবো। ওনারা কেন যাচ্ছে। কোভিড থেকে আমফানের দুর্নীতি সব খোলসা হয়ে গেছে সাধারন মানুষের কাছে। তাই বাঁচার জন্য দৌঁড়াচ্ছেন। মনে হয় বাঁচবার জন্য যমরাজের কাছেও যাবেন।' আমফানে দুর্গত এলাকায় যেতে বাধা ও রাজারহাটে চা চক্রে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি হুঁশিয়ারীর সুরে বলেন,' কেউ যদি মনে করে আমরা কোথায় যাবো, কোথায় চা খাব ঠিক করে দেবে। একটু ধারনাটা পাল্টে নাও। সিপিএমের লোকেরা আগে চমকাতো। চারদিকে লাল ঝান্ডা, লাল চোখ দেখা যেত। এখন দুএকটা স্যাম্পেল হিসাবে আসে। আর লাল চোখ এখন গেরুয়া হয়ে গেছে। মানুষের কাছ থেকে সরে গেলে দড়ি দেখলে সাপ মনে হয়। দিদিমনি এখন সাপ দেখছেন। বিজেপিকে ভয় করছেন। বিজেপির মিটিং মিছিল আটকে দিচ্ছেন।'

এদিন দিলীপবাবু আরও বলেন,' গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, দুর্নীতিমুক্ত, হিংসামুক্ত প্রশাসন সারা ভারত বর্ষে দিয়েছি। পশ্চিমবাংলাতেও দেবো। যাদের কষ্ট হচ্ছে, তাদের কষ্ট জানি। কয়লা টাকা খেয়ে কালো, মোটা হয়ে গেছে। বালির টাকা খেয়ে ফর্সা হয়ে গেছেন।

জরুরী পরিষেবা

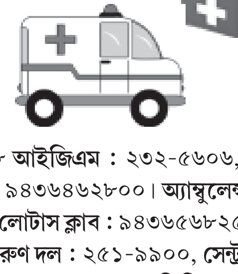

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাই মাদ্রাসা মাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ দুবরাজপুরের জগন্নাথ

দুবরাজপুর , ১৬ জুলাই (হি. স.) : কথায় আছে বিশ্বে অসাধ্য সাধন বলে কিছু নেই। তবে এই অসাধ্যকে সাধন করার জন্য প্রয়োজন হয় একাগ্রতা, প্রচেষ্টা এবং মনোবল। এই তিনটে জিনিস যদি কারোর মধ্যে থাকে তাহলে তার পক্ষে সমস্ত কিছুই সাধন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। আর এই তিন গুণসমৃদ্ধ ব্যক্তির কাছে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোনদিন আর্থিক দিক হোক অথবা অন্যকিছু, কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। ঠিক এমনটাই প্রমাণ করলো বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের খণ্ডগ্রামের বাসিন্দা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জগন্নাথ দাস।

২০২০ সালের হাই মাদ্রাসা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয় বৃহস্পতিবার। এবছর করোনা আবহের কারণে ফলাফল বেরিয়েছে অনলাইনে। আর সেই অনলাইনে ফলাফল বের হতেই জানা যায় বীরভূমের ওই পড়ুয়া রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। জগন্নাথ দাসের প্রাপ্ত নম্বর ৭৬০। সে খন্ডগ্রাম ডি এস হাই মাদ্রাসার পড়ুয়া। রাজ্যের ষষ্ঠ স্থান অধিকার করার পাশাপাশি জগন্নাথ জেলায় প্রথম স্থানের অধিকারী চলতি বছরের হাই মাদ্রাসা মাধ্যমিক পরীক্ষায়।

সংসারে একেবারেই আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় জগন্নাথ ছোট থেকে পড়াশুনা করার জন্য এখনো পর্যন্ত কোনদিন গৃহশিক্ষক নিতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, জগন্নাথ সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় পড়াশোনা চালিয়ে যেত। স্কুল এবং স্কুলের শিক্ষকদের তরফ থেকে পড়াশোনা বিষয়ক যেকোনো রকম সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তাকে সহযোগিতা করা হতো। ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র শিক্ষকদের নজরে ছিল। তবে মাধ্যমিকে এতটা ভাল ফলাফল করে ফেলবে এটা কারোর ভাবনা চিন্তার মধ্যে ছিল না। জগন্নাথ দাসের বাবা দীনবন্ধু দাস সামান্য একজন ক্ষুদ্র চাষী। যার বাৎসরিক আয় যৎসামান্য। একেবারে দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থাতেই তাদের সংসার চলে। চাষের কাজ করার পাশাপাশি দীনবন্ধু বাবু ওই হাই মাদ্রাসারই ছোটখাটো বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেন। যা থেকে অল্পবিস্তর সাহায্য পাওয়া যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে। জগন্নাথের মা রিনা দেবী একজন সাধারণ গৃহবধূ।

গ্রিনেস বুকে নাম উঠল এক টাকার ডাক্তার সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বোলপুর, ১৬ জুলাই (হি. স.) : পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন আগেই। এবার গ্রিনেস বুকে নাম উঠল ”এক টাকার ডাক্তার” - সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার তার কাছে সার্টিফিকেট পাঠায় সংস্থা।

একজন বিপন্ন মানুষের হাত যিনি ধরেন। তিনি চিকিৎসক। এই ছিল তাঁর সারাজীবনের আদর্শ। তিনি একজন 'এক টাকার ডাক্তার'। নাম ডঃ সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি বোলপুরের হরগৌরীতলায়। যখন রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা আন্দোলনে বন্ধ ছিল। তখন গ্রামের গরিব মানুষগুলোর স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত ছিল হরগৌরিতলায় হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটিতে। সব সময় দেখা যায় অগুনিত মানুষের ভিড়। রোগীদের কাছে তাঁর পরিচয়, সব দরজা বন্ধ থাকলেও ভগবানের দরজা বন্ধ থাকে না। তাই আমার মত অনেকেই এখানে চিকিৎসা পায়।

কিন্তু 'এক টাকা' কেন? যেখানে বাসে উঠলেই ১০ টাকা! তার উত্তরে তিনি বলেন, একসময় দেখেন গরীব মানুষেরা গামছা পেতে মুড়ি খাচ্ছে। তখন মনে হয়েছিল এই মানুষদের কাছে ১ টাকার বেশী নেওয়া যায় না। সুশোভনবাবুর বাবা বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মা মণিবালা বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহবধূ। আজ রুগীই সুশোভনবাবুর একমাত্র পরিবার। তাঁদের জন্য তিনি অপেক্ষায় থাকেন। ১৯৬২ সালে সুশোভনবাবু এম বি বি এস পাশ করেন। ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস সি (গোল্ড মেডালিস্ট)।। আজ চল্লিশ বছরের বেশী সময় ধরে এক টাকার ডাক্তার। ১৯৭৮ সালে শেফিল্ড থেকে চাকরী ছেড়ে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন ডেপুটি চিফ মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে। সেটাও এক সময় ছেড়ে দিয়ে গ্রামের অসহায় মানুষের জন্য চেম্বার খুলে বসেন। ছোট্ট একটা সেবা নিকেতন। তাতেই চলে দান খয়রাত। রাজনীতিতে আসেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে। তিন থেকে চার বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৮৩ সালে জয়ী হন। একসময়ে জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক ও সভাপতি হন। এ আই সিসির সদস্যও হন। ১৯৮৩ সালে জ্ঞানী জৈল সিং, তারপর ক্রমান্বয়ে, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, প্রতিভা পাটিল, প্রনব মুখোপাধ্যায় এবং বর্তমানে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বভারতীতে দায়িত্বের সাথে কার্যভার সামলান।

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সুশোভন বন্দোপাধ্যায় বলেন, আমি এতটা আশা কোনদিন করিনি। আজকেই ডায়ালাইসিস হয়েছে। শুয়ে পড়েছিলাম।কিন্তু যখন এই সব সম্মান পাই তখন মনে হয় আর অনেক কাজ করতে হবে।' সুশোভন ব্যানার্জি আর ও জানান, 'প্রত্যন্ত গ্রামে

মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যাঙ্ককর্মীদের সুরক্ষাব্যবস্থা করতে আর্জি

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.) : ব্যাঙ্ককর্মীদের সুরক্ষাব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চারদফা প্রস্তাব রাখল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন, “আপনি জানেন যে, নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সারা দেশের মত এ রাজ্যেও খুব দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে যে সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে তা কার্যকরী করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ককর্মী হিসাবে আমাদেরও অবশ্যই কিছু করনীয় রয়েছে। উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে, মাস্ক-গ্লাভস পরে, মাথা ঢেকে, দৈহিক দূরত্ব রক্ষা করে আমরাও যেমন কাজ করছি এবং করব, তেমনি গ্রাহকদেরও আমরা অন্যতম করোনা যোদ্ধা হিসাবে এ বিষয়ে সতর্ক ও ভয়শূন্য রাখার চেষ্টা করছি এবং করব। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ব্যাঙ্ককর্মী এবং গ্রাহকদের স্বার্থে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করছি। আশা করি আপনি এগুলি বিচার বিবেচনা করবেন এবং যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে যতদূর সম্ভব কার্যকর করবেন।প্রস্তাবসমূহ ১) ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা, অফিস এবং এটিএম কিয়স্কগুলি প্রতিদিন অন্তত এক বার করে স্যানিটাইজ করলে ব্যাঙ্ককর্মী এবং গ্রাহকদের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ অনেকখানি আটকানো সম্ভব হবে।

২) এন আই (নিগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট) অ্যাক্ট ১৮৮১ এর সেকশন ২৫ অনুসরণে সব শনিবার এ রাজ্যের সব ব্যাঙ্ক এবং অফিসগুলি আপাতত বন্ধ রাখলেও সংক্রমণ অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। কর্ণাটক সহ অন্যান্য কিছু রাজ্যও এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

৩) এস এল বি সি (স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি) এবং জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আপাতত ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত গ্রাহক পরিষেবা চালু রাখার ব্যাপারে ভাবা যেতে পারে।

৪) সমস্ত ব্যাঙ্ককর্মীদের জন্য কোভিদ-১৯ টেস্ট, কোয়ারেন্টাইন সুবিধা এবং হাসপাতালে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করলে দুশ্চিন্তা ও ভয় মুক্ত হয়ে কর্মচারীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

দিল পাকিস্তান

তিনের পাতার পর

বিবৃতি জারি করা হবে।

পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কূটনীতিকদের কোন রকমের বাধা বিপত্তি ছাড়াই কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, কুলভূষণ যাদবকে পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতেও গিয়েছে ভারত। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিলো ইসলামাবাদ।

পরিচারিকার কাজ করে মাধ্যমিকে সফল সিউড়ির শিউলি

সিউড়ি , ১৬ জুলাই (হি. স.) : মা পরিচারিকার কাজ করে। বাবা রিক্সা চালাতে চালাতে বুকে যন্ত্রনা। অসুস্থ হয়ে পরেছে। তাই একরত্তি মেয়েটাকেও পরিচারিকার কাজ নিতে হয়েছে।

প্রতিদিন ভোর বেলায় উঠে পড়াশুনা। তারপর লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে এসে স্কুলে যেত সিউড়ির স্টেশন মোড়ের বাসিন্দা শিউলি কাহার। স্কুল থেকে ফিরেই ফের যেতে হতো কাজে। কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আর তখন শরীর চলে না তবুও শিউলি পড়ত। কারন এবার যে মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল তার। এত প্রতিকূলতা সত্বেও এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে পিছিয়ে পড়া সমাজের মেয়েটা।

তার পড়াশোনা জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তিতলি খুবই সহায়তা করেছে। এবারের ২০১৯-২০২০ বর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সিউড়ি বানী মন্দির স্কুল থেকে সফল ভাবে পাশ করে শিউলি। সিউড়ি স্টেশন চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে পথ শিশুদের নিয়ে একটি স্কুল চালায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বীরভূম তিতলি'।

সেই স্কুলের ছাত্রী শিউলি কাহার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে এবার।তাই 'বীরভূম তিতলি' পরিবার শিউলির সাফল্যে আনন্দিত ও গর্বিত। শিউলির পরিবারও তার সাফল্যে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই চালিয়ে আজ সে মাধ্যমিকের গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়েছে। শিউলির বাবা ফাগু কাহার বলেন, 'অভাবের সংসার। রিক্সা চালাতে চালাতে অসুস্থ হয়ে পরলাম। আর রিক্সা টানতে পারি না। নিজের পড়াশোনা চালাতে তাই মেয়ে টাও লোকের বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে।'

শিউলির মা সন্ধ্যা কাহারের আজ চোখে জল। কারন মেয়েটা নিজের চেষ্টায় আজ মাধ্যমিক পাশ করল। সন্ধ্যা দেবীর কথায়,' আমি কিছুই করতে পারি নাই। সব ওর নিজের চেষ্টায় করেছে। কাজ করে এসে রাত জেগে পরত। ' আর যে স্কুল থেকে পরে শিউলির পড়ার ইচ্ছা তৈরি হল।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

৭২ জন রোগী সনাক্ত এবং একজন অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে এসেছেন। এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে বুধবার ৩৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সুস্থ হয়ে যাওয়ায়।

সূচনা

● প্রথম পাতার পর

ভাবে ত্রিপুরার জন্য জলপথে পণ্য পরিবহণের সূচনা হয়েছে। এটি সমগ্র ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিরাট সাফল্য বলে দাবি করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাই, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রী মানসুখ মানদাভিয়াকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার এক টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে আজ ঐতিহাসিক দিন। বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন সমগ্র ভারতের সাথে যুক্ত হয়েছে। আজ পরীক্ষামূলক পণ্য পরিবহণে কলকাতা বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ত্রিপুরা ও অসমের উদ্দেশ্যে জাহাজ রওয়ানা দিয়েছে, বলেন তিনি।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার পাল্টা টুইট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। করোনা- প্রকোপের মাঝেও এই পদক্ষেপের জন্য ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় এক টুইট বার্তায় বলেন, অত্যন্ত আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি, আজ জাহাজে করে রড বোঝাই দুটি এবং ডাল বোঝাই দুটি কন্টেনার কলকাতা বন্দর থেকে রওয়ানা দিয়েছে। ওই জাহাজ ২০ কিংবা ২১ জুলাই চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে সড়কপথে ২৬ জুলাই আগরতলা আইসিপি-তে আসবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আজ বিরাট সাফল্য হাতে এসেছে।

প্রসূতি

● প্রথম পাতার পর

অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে সেগুলোতে চিকিৎসার প্রাথমিক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। রয়েছে অক্সিজেনসহ জীবনদায়ী অন্যান্য ব্যবস্থাও। সেই সুযোগ পাওয়ার ফলেই অ্যাম্বুলেন্সে সুস্থ সবল সন্তান প্রসব করতে সক্ষম হয়েছেন মা। বর্তমানে মেলাঘর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা এবং শিশু পুরোপুরি সুস্থ রয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট পরিবারের তরফ থেকে সন্তোষ ব্যক্ত করা হয়েছে।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ধরে ক্ষোভ ব্যাক্ত করেন। কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করে এলাকা সিল করার পর থেকে কেউ একবারের জন্য খোঁজ নিতে আসেনি। এই অভিযোগ তুলে ক্ষোভ ব্যাক্ত করেন সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে। পাঁচ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রেশন সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। তাও চাল , ডাল , লবন ছাড়া আর কিছু নেই। এই নিয়ে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে কন্টেইনমেন্ট জোন এরিয়ার শ্রমিক টিলার লোকদের মধ্যে।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

নাগরিক হিসেবে স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরেও সেদেশে ফিরে যেতে বিজিবির বাধাদানে বিষয়টি বিএসএফ জওয়ানরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে নিয়েছে এবং অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষ যাতে ব্যবস্থা নেয় তার অপেক্ষায় রয়েছে।

জনগণ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে জোড়ালো দাবি জানিয়েছেন।

দ্বারস্থ বিধায়ক

আটের পাতার পর

তথ্য ছাড়া বিভ্রান্তি এবং জনগণের সামনে বিধায়ক ও তার পরিবারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তিনি পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে এই ধরনের অপরাধ মূলক কাজে সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

৬৭,৬৩২ জন

আটের পাতার পর

কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫,০০০ থেকে ৬৫,০০০ জন। আক্রান্তের নিরিখে বুধবার ফের রেকর্ড গড়ল মার্কিন মুলুকে। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭, ৬৩২ জন। ফলে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩.৪৩ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে ঠিক একই গতিতে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। করোনা-প্রকোপ কবে থামবে আপাতত সেই অপেক্ষায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ।

প্রাঞ্জল দেব

পাচের পাতার পর

কয়েদীরা ফেরার হয়ে যায়।বর্তমানে কয়েদিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে।কিন্তু এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।এত কঠোর প্রহরেও থাকা সত্ত্বেও কয়েদিরা কিভাবে ফেরার হল তারও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

লকডাউন

● প্রথম পাতার পর

আমলীঘাট, কাঁঠালছড়ি, বৈষ্ণবপুর সহ সমগ্র সীমান্ত এলাকায় মাইক যোগে প্রচার করা হয়েছে। লকডাউন চলাকালীন সময় সীমান্ত এলাকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কোনও লোকজন চলাচল করতে পারবেন না, সমস্ত রকম সরকারি, বেসরকারি অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান, হোটেল, রেস্তোরা বন্ধ থাকবে। এছাড়াও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার, ধর্মীয় স্থান, ধর্মীয় জমায়েত বন্ধ থাকবে। সব রকম সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলা, বিনোদনমূলক, শিক্ষামূলক, সাংস্ক'তিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সভা সমিতি বন্ধ থাকবে। তবে ঔষুধ সহ অত্যাবশকীয় দোকান ও জরুরী পরিষেবা লকডাউনের আওতার বাইরে থাকবে। বন্ধ রাখা হচ্ছে সমস্ত গণ পরিবহণ ও ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পড়া এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৭ দিন পর্যন্ত এই লকডাউন কার্যকর হবে। মহকুমা প্রশাসন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে জানিয়েছেন রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ জারি থাকবে। এই বিধিনিষেধ আগামী ৩১ জলাই পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলাশাসকের আদেশে বলা হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পাঁচ ও ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত করা যাবে না। সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া বিনোদন, শিক্ষা সংক্রান্ত, সাংস্ক'তিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না। সিনেমা হল, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক, মিলনায়তন প্রভ'তি চালু করা যাবে না। কনটেইনমেন্ট জোন ছাড়া এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ধর্মীয় স্থান বা উপাসনা কেন্দ্রে স্বল্প সংখ্যক মানুষকে অনুমতি দেওয়া হবে। আগামী ৩১ জলাই, ২০২০ পর্যন্ত সব স্কুল, কলেজ, শিক্ষা এবং কোচিং কেন্দ্র প্রভ'তি বন্ধ থাকবে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, অন্যান্য আবাসিক পরিষেবা এস ও পি সহ অনুমোদন করা হবে। লাইসেন্স সহ আগেয়া' বা যে কোনও ধরণের অ' বহন করা নিষিদ্ধ। রাত ৯ টা থেকে পরদিন সকাল ৫ টা পর্যন্ত বিনা প্রয়োজনে মানুষের চলাফেরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২ কিলোমিটার পর্যন্ত রাত ৭টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত নৈশকালীন কার্ফু বলবৎ রয়েছে। জরুরী পরিষেবা যেমন, শিল্প সংস্থায় বিভিন্ন শিল্পের কাজ, রাজ্য এবং জাতীয় সড়কে পণ্য ও যাত্রী চলাচল, পণ্য উঠানো নামানো, রেল, বিমান এবং বাসে আসা যাত্রীদের গন্তব্যে যেতে পারবেন। কাজের স্থানে মুখে আচ্ছাদন/মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক এবং এগুলি পর্যাপ্ত মজত রাখতে হবে। প্রকাশ্যে থুতু ফেলা এবং প্রাব করা দণ্ডনীয়। দোকানে ক্রেতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং দোকানে একসঙ্গে পাঁচ জন থাকতে পারবেন না। আদেশে বলা হয়েছে আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে উত্তর জেলার জেলাশাসক এক আদেশে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সমগ্র উত্তর ত্রিপুরা জেলায় রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত এবং জেলার অন্তর্গত ধর্মনগর ও কা'নপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২ কিলোমিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত নৈশ কার্ফ জারি করেছেন। এই আদেশে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঐ সময়ে মানুষের চলাচলের উপর নিষেধা'া আরোপ করা হয়েছে। নৈশ কার্ফ চলাকালীন সময়ে কেবলমাত্র বিভিন্ন সিফটে কাজ চলে এমন শিল্প ক্ষেত্র সমূহ, রাজ্য এবং জাতীয় সড়কে পণ্য ও লোক চলাচল, পণ্য লোডিং-আনলোডিং-র কাজ এবং বাস, ট্রেন, বিমানে করে যে সব যাত্রী গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাবেন তারাই ছাড় পাবেন। এই আদেশে আরও বলা হয়েছে সুইমিং পুল, পার্ক, বিভিন্ন হল, অডিটোরিয়াম এবং এ ধরণের জায়গা ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষা ও কোচিং ইনষ্টিটিউশন ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলা, বিনোদনমূলক, সাংস্ক'তিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য বড় জমায়েতমূলক অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া এ ধরণের অনুষ্ঠান করা যাবেনা। বিয়ের অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশী এবং শেষক'ত্যের অনুষ্ঠানে ২০ জনের বেশী জমায়েত করা যাবে না। এই সমস্ত বিধিনিষেধ ৩১ জলাই ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনা মোকাবিলায় সিপাহিজলা জেলার ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নগর পঞ্চায়েতের একটি ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু করা হয়েছে। তেমনি, মেলাঘরকে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বলে ঘোষণার চিন্তাভাবনা চলছে।

এ-বিষয়ে সিপাহিজলার জেলাশাসক চন্দন কুমার জমাতিয়া জানান, বাংলাদেশ সীমান্তের ১ কিমি এলাকা জুড়ে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন করে আরও কিছু এলাকায় লকডাউনের আজ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাঁর কথায়, কাঠালিয়ায় ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত, বক্সনগরে ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ১টি ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ লকডাউনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, মেলাঘরে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। তাঁর কথায়, মহকুমাশাসক এ-বিষয়ে সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে প্রস্তাব পাঠাবেন। ওই প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, সিপাহিজলা জেলায় করোনা-র প্রকোপ সব থেকে বেশি। সম্প্রতি, বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে, এই অতিমারীর সাথে মোকাবিলায় প্রশাসন আরও কঠোর হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

শিবির

● প্রথম পাতার পর

তদুপরি স্বাস্থ্য দপ্তর ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। রাজ্যের জেলা সহ সর্বত্রই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ম্যালেরিয়ার ওষুধ মজুদ রাখা হয়েছে।

উপজাতি জনপদগুলোতে নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ধলাই জেলার আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রত্যন্ত এক স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা হয়। সেখানকার উপজাতি জনগণের রক্ত সংগ্রহ করা হয় এবং বিনামূল্যে ওইসব এলাকার লোকজনদের মধ্যে ওযুধ পত্র বিতরণ করা হয়।আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে সংগ্রহীত রক্তপরীক্ষা করে দুজনের রক্তের ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাঠানো হয়েছে। বাড়িতে রেখে তাদেরকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে হাসপাতালে না এনে স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে বাড়ি ঘরেই ওইসব উপজাতিদের ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে জনজাতি অংশের মানুষজন দের মধ্যে মশারী বতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।সর্বোপেরি ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে গন্ডাছড়া সহ একাধিক স্থানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। অবশ্য ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণহানির তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। স্বাস্থ্য দপ্তর এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। আটক ২ নেশা পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা স্বীকার করেছে এইসব ব্রাউন সুগার তারা সীমান্ত ডিঙিয়ে ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।পুলিশ আগাম সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর ফলে তাদের সেই নেশা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য সড়কপথে চুড়াইবাড় দিয়ে প্রতিনিয়ত ব্রাউন সুগার সহ নানা ধরনের নেশা সামগ্রী ত্রিপুরায় প্রবেশ করছে। এসব নেশা সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও পাচারকারীরা নানা কৌশলে তাদের নেশা পাচার বাণিজ্য রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।

াঙ্গন

আমি কোথাও নেই, আমাকে পাবেন কী করে ?

ভাবতে পারেন, এই সময়ের একজন তরুণ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম কিংবা টুইটারকোথাও নেই ! বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানাভাবে সক্রিয় থাকলেও ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে। তবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলা কোনো খেলোয়াড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন, এমন কাউকে পাওয়া আসলেই কঠিন। মোহাম্মদ মিঠুন সেই আশ্চর্য ব্যতিক্রম !জাতীয় দল থেকে শুরু করে এমনকি অনূর্ধ-১৫ দলের খেলোয়াড়দেরও ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামে পাওয়া যায়। কিন্তু খুঁজে দেখুন, মিঠুনকে কোথায় পাওয়া যাবে না! ”আমি তো কোথাও নেই, আমাকে পাবেন কী করে? এসব আমি ব্যবহারই করি না। কেন যেন একেবারেই আগ্রহ পাই না” মুঠোফোনে হেসে হেসে বলছিলেন মিঠুন। ৯টি টেস্ট, ২৭ ওয়ানডে ও ১৫ টি-টোয়েন্টি খেলে ফেলেছেন, খেলেছেন দুটি আইসিসির টুর্নামেন্টও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছয় বছর কাটিয়ে দেওয়া মিঠুনের একটা পরিচিতি নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে। জাতীয় দলে খেলা বেশরিভাগ ক্রিকেটারের মতো তাঁরও ভক্তকূল তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা এতদিনে। আর কে না জানে, সারা বিশ্বেই এখন খেলোয়াড়দের ভক্ত-সমর্থক সংখ্যা, প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিমাপের অন্যতম মানদন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। শুধু নিজের মতামত প্রকাশ, ব্যক্তিগত বিষয় কিংবা আত্মপ্রচারের জন্যই নয়; এর বাণিজ্যিক দিকটি বিবেচনা করেও খেলোয়াড়েরা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভীষণ সক্রিয়।

এই জায়গাতে মিঠুনের ভাবনা একেবারেই আলাদা, ”এসব মাধ্যমে সক্রিয় থাকতে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করে অনেকেই। তাদের বলেছি, আমি যেমন আছি, তেমনই থাকব। অনেক সময় বাণিজ্যিক উদ্দেশে বা অন্য কারণে ভিডিও পোস্ট করতে বলে আমাকে। তাদের বলি, হোয়াটসআপে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনারা নিজেদের প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করেন। কারও চাহিদা পূরণ করতে আমি অ্যাকাউন্ট খুলতে আগ্রহী নই। এটা একেবারেই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাকে যদি এটা না টানে, কেন আরেকজনের কথায় ব্যবহার করব?”

মিঠুন নিজে সক্রিয় না থাকলেও তাঁর নামে কিন্তু ফেসবুকে একটি ভেরিফায়েড পেজের খোঁজ মেলে। যেখানে ৩৪ হাজার অনুসারীও আছে। মিঠুন জানালেন, এটি তিনি ব্যবহার করেন না। অবশ্য তাঁকে জানিয়েই তাঁর এক ভক্ত খুলেছে। মিঠুন এই পেজ নিয়ে একেবারেই আগ্রহী নন। এমনকি এটির পাসওয়ার্ডও তাঁর জানা নেই। জানার আগ্রও বোধ করেন না। ওই ভক্তকে অনুরোধ করা আছে, যেন আপত্তিকর কিছু পোস্ট না করা হয়। পেজটা যেন চালানো হয় সাবধানে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় না থাকলেও মিঠুন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন নন। মুঠোফোন তো আছেই। যোগাযোগ ঠিক রাখতে হোয়াটসআপ, ই-মেইলই তাঁর মূল ভরসা। ভবিষ্যতেও ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে যে তাঁর সক্রিয় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেটি দৃঢ় কণ্ঠেই বলছেন মিঠুন, ”আমার স্ত্রীও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিষ্ক্রিয়। সবাই কোনো না কোনো বিষয়ে অনড় থাকে। আমি না হয় এটাতেই থাকি। তবে কোনো কষ্ট, যন্ত্রণা পেয়ে এটা থেকে বাইরে আছি, তা নয়। ফেসবুকে আমার নামে যদি কিছু পেয়েও থাকেন, মনে করবেন ওটা আমার নয়।”

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO :16/EE/DWS-I/2020-21.
Separate sealed tenders are invited for Lifting & Lowering of submersible pump and motor and Repairing of different capacity & make submersible motors.
(i) Last date of Receipt of Application :- 03-08-2020
(ii) Last date of Selling of Tender document :- 05-08-2020
(iii) Last date of Dropping of Tender :- 07-08-2020

Si no	DNIT NO	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of tender form (Non refundable)
1	21/EL/DWS-I/2020-21	Rs. 4,99,385.00	Rs. 4,994.00	Rs.1000.00
2	22/EE/DWS-I/2020-21	Rs. 3,42,844.00	Rs. 3,428 .000	Rs.1000.00
3	23/EE/DWS-I/2020-2I	Rs. 4,66,272.00	Rs. 4,663.00	Rs.1000.00
4	24/EE/DWS-1/2020-21	Rs. 4,66,272.00	Rs. 4,663.00	Rs.1000.00
5	25/EE/DWS-1/2020-21	Rs. 4.27,673.00	Rs. 4,277.00	Rs.1000.00
6	26/EE/DWS-1/2020-21	Rs. 4,98,181.00	Rs. 4,982.00	Rs.1000.00

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.
ICA/C-1009/2020-21
(For and on behalf of Governor of Tripura)
(N.P. Chakma)Executive Engineer DWS
Division Agartala-.I Agartala, Tripura (W).

Notice Inviting
DIRECTORATE OF KOKBOK & OTHER MINORITY LANGUAGUES Tender Government of Tripura invites Open Tenders from text-books. The interested bidders are requested titles for class XI-X11 as per the details below-Directorate of Kokborok & Other Minority Languages, the bonafied Printing Agencies/Firms for printing of Kokborok Class XI—X11 to quote their rate for printing of Kokborok Language

Scope of work in brief	EMD	Contract Period	Period of Collecting Bidding Document	Date of Submission of Tender
Printing of Kokborok Language Text-Books of 5000 nos. of copies each for the following 2 (two) nos. titles of Books – i. Berem Kuchuk rwngkwchar Kokrwbai bwchap & ii. Berem Kuchuk rwngkwchar Kokborok Kokma tei swimung bwchap	Rs. 5,000/-(refundable)	15 days from the date of Award of Contract (AoC)	(*from the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Officle Lane) Time: 11:00 am to 5:00 pm on all working days from 20-07-20 to 28-07-20. (on all working days)	(*at the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Officle Lane) from 21-07-2020 11:00 am to 30-07-2020 3:30 pm (on all working days)

ICA/C-1005/2020-21
Kokborok & Other Minority Languages
Government of Tripura
Education Deptt. (School)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/KD/2020-21
The Executive Engineer, Kumarghat Division PWD (R&B), Kumarghat Unakoti Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class ,-egistered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 04-08-2020 for the following work:-

Sl No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIT NO:14/EE/KD/2020-21	Rs. 13, 46, 472.00	Rs. 13, 465.00	4(Four)Month
2	DN IT NO:15/EFIKD/2020-21	Rs. 14, 15, 678.00	Rs. 14, 157.00	4(Four)Month
3	DNIT NO:16/EE/KD/2020-21	Rs. 17, 69, 095.00	Rs. 17, 691.00	4(Four)Month
4	DNIT NO:02/SE(I)/KD/2020-21	Rs. 33, 08, 275.00	Rs. 33, 083.00	8(eight)Month

For details please refer to website https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-993/2020-21
Executive Engineer Kumarghat Division,
PWD (R&B) Kumarghat Unakoti Tripura

PNI eT No: —06/EEIDWS/AGT-II/2020-21
Single bid percentage rated e-tenders are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Date of Publishing Bid	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online Technical bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	DNIeT No.36/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days	08/07/2020	Up to 15.00 Hrs on 29/07/2020	The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-II, Tripura west at 16:00 Hrs on 29/07/2020 (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class / category as per NIe-T
2	DNIeT No.37/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days					
3	DNIeT No.38/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days					
4	DNIeT No.39/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days					
5.	DNIeT No.40/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days					
6.	DNIeT No.41/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days					
7	DNIeT No.42/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days					
8	DNIeT No.43/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 25,96,866.00	Rs. 25,969.00	180 days					
9.	DNIeT No.43/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 14,09,390.00	Rs. 14,094.00	365 days					
10.	DNIeT No.43/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2020-21	Rs. 13,51,052.00	Rs. 13,511.00	365 days					

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as spec:ied in this tender document on the e-Procurement • website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in or office of the undersigned.
For on behalf of Governor of Tripura
ICA/C-998/2020-21
(Er. A. ebnath)
Executive Engineer DWS
Division, Agt-I1, Agartala

শিরোপা আসার আগেই ”চ্যাম্পিয়ন” লেখা জার্সি বিক্রি রিয়ালের

আর দুটি পয়েন্টের অপেক্ষা। দুটি ম্যাচ এখনো হাতে আছে। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ যে দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলছে, তাতে আজ রাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে জিতেই যে শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলবে জিনেদিন জিদানের দল, সেটি নিয়ে সংশয় সম্ভবত কমই। আর আজ রাতে না হলেই-বা কী, রোববার লেগানেসের বিপক্ষে ম্যাচ তো আছেই।এবারের স্প্যানিশ লিগের শিরোপা রিয়াল মাদ্রিদের ঘরে যাওয়া নিয়ে সংশয় এখন আর নেই বললেই চলে। অতিনাটকীয় কিছু ঘটলেই কেবল বার্সেলোনা সমর্থকদের আশা পূরণ হয়ে লিগ রিয়ালের নয়, বার্সার ঘরেই যাবে। তবে সেটি সম্ভবত অতি-আশাবাদী বার্সা সমর্থকও কল্পনা করেন না। তা এমন যখন অবস্থা, রিয়াল মাদ্রিদ তো শিরোপা উৎসবের প্রস্তুতি নিতেই পারে! কিন্তু অঙ্কের হিসাবে শিরোপা জেতার আগে সেই প্রস্তুতিটা জনসমক্ষে চলে এলেই ঘটে বিপত্তি। তেমনই হয়েছে। লিগ শিরোপা উদ্‌যাপনের জন্য যে বিশেষ জার্সি বানিয়েছে রিয়াল, সেটি ভুল করে ক্লাবের ওয়েবসাইটে বিক্রির জন্য তুলেও ফেলেছিল! স্প্যানিশ লিগ তো নেই-ই, ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগেও রিয়ালের চেয়ে বেশি লিগ শিরোপা আছে শুধু জুভেন্টাসের (৩৫টি)। এবার জিতলে রিয়ালের লিগ শিরোপা হবে ৩৪টি। উদ্‌যাপনে সেটিকেই বিশেষ মর্যাদা দিয়ে বিশেষ জার্সি বানিয়েছে রিয়াল। জার্সির পেছনে খেলোয়াড়দের নাম যেখানে থাকে, সেখানে লেখা ”কাম্পিওনে”স্প্যানিশ শব্দটির ইংরেজি চ্যাম্পিয়ন। আর জার্সি নম্বরের জায়গায় লেখা ৩৪!

সেই জার্সিটিই ভুল করে আজ বিক্রির জন্য ক্লাবের ওয়েবসাইটে তুলে ফেলেছিল রিয়াল। দ্রুতই সেটা নামিয়েও ফেলা হয়। কিন্তু ফেসবুক-টুইটারের এ যুগে যা হয়! নিজেকে রিয়াল মাদ্রিদের বেলজিয়ান প্লেমেকার এডেন হ্যাজার্ডের ভক্ত দাবি করে টুইটারে আন্দ্রেস নামে একাউন্ট খোলা এক ব্যক্তি সেটির স্ক্রিনশট নিয়ে নেন। নিজের একাউন্টে টুইটও করেছেন, যা ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মাদ্রিদভিত্তিক স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা এটি নিয়ে প্রতিবেদনও করেছে। শিরোপার জন্য রিয়ালভক্তদের হয়তো বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হবে না। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১টায় নিজেদের মাঠে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে নামবে রিয়াল, একই সময়ে বার্সেলোনা নিজেদের মাঠে খেলবে ওসাসুনার বিপক্ষে। বার্সেলোনা যা-ই করুক, তাতে অবশ্য রিয়ালের কিছু এসে-যায় না। রিয়াল জিতলেই আর কোনো দিকে তাকাতে হবে না। ড্র করলে বা হেরে গেলে পরের ম্যাচ তো আছেই! এই মুহূর্তে ৩৬ ম্যাচে ৮৩ পয়েন্ট রিয়ালের, দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৩৬ ম্যাচে ৭৯। তা রিয়ালভক্তদের জন্য জানিয়ে দেওয়া যাক। বিশেষ এই জার্সিটা গায়ে চাপিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের শিরোপা উৎসবে যোগ দিতে চান? সে ক্ষেত্রে কত খরচ হবে জানেন? ”মাত্র” ১০৯.৯৫ ইউরো! বাংলাদেশি মুদ্রায় ১০ হাজার ৬৫০ টাকা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইপিএলের ভাগ্যে নতুন মোড় ?

স্থগিত হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দুই মাস পর থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে আইপিএল। এমনটাই জল্পনা-কল্পনা চলছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেকরোনা পরিস্থিতিতে একাধিক ক্রীড়া ইভেন্টের ভবিষ্যত নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। বিশেষ করে ক্রিকেটের। এ বছরের শেষ দিকে হওয়ার কথা ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এতদিনে শেষ হয়ে যেত আইপিএলের ত্রয়োদশ মৌসুম। সবকিছুই থেমে আছে করোনার কারণে। কবে হবে টুর্নামেন্টগুলো? কেউ জানে না নিশ্চিতভাবে।এদিকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অনুমান করছে, বছরের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষমেশ স্থগিত হয়ে যাবে। কিন্তু আইপিএল থামবে না। ভারতে না হলেও, সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইপিএল পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত দেবে বিসিসিআই, এমন জল্পনা-কল্পনাই চলছে ভারতের ক্রিকেটমহলে। আর সংযুক্ত আরব আমিরাতে

আইপিএল হতে বেশি দেরি নেই আর। এই সেপ্টেম্বরেই আয়োজন করা হবে আইপিএল। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়টায় আয়োজন করা হবে টুর্নামেন্টটি। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে ফেলবেন। ফলে আইপিএলে খেলতেও সমস্যা হবে না তাঁদের।২০২০ আইপিএল বাতিল হয়ে গেলে চার হাজার কোটি রুপি লোকসানে পড়বে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্ষতি হবে ন্যূনতম ১০০ কোটি রুপি। তাই যে করেই হোক, আইপিএল আয়োজন করতে চাইছে ভারত। জানা গেছে, আইপিএলের আট মালিকপক্ষ এই সপ্তাহের শুরুতে সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিদেশে আইপিএল আয়োজন করা হলে কারওর কোনো সমস্যা নেই।

করোনা টেস্ট করিয়ে ক্যাম্পে আসতে হবে ফুটবলারদের

বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বকে সামনে রেখে ৭ আগস্ট থেকে শুরু হবে জাতীয় দলের ক্যাম্প। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত যাচ্ছে গাজীপুরের সারা রিসোর্টে। সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সে অনুযায়ী জিম ও মাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে। ক্যাম্পে ডাকা হতে পারে ৩০ জন ফুটবলার। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের প্রাথমিক তালিকায় আছেন ফিনল্যান্ড থেকে আগত ফুটবলার তারিক রায়হান কাজী।

করোনার এই সময়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এজন্য ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের প্রথমে নিজ উদ্যোগে কোভিড টেস্ট করিয়ে আসতে হবে। ক্যাম্পে আসার পর বাফুফের পক্ষ থেকে আবারও করানো হবে টেস্ট। ২১---২২ তারিখ পর্যন্ত ফুটবলারদের থাকতে হবে আইসোলোশনে। তবে এই সময়ে ছোট ছোট গ্রুপে চলবে ফিটনেস কার্যক্রম। অনলাইন সংবাদ

সম্মেলনে বিষয়টি জানিয়েছেন জাতীয় দল ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ, ”৭ আগস্ট সারা রিসোর্টে শুরু হবে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ক্যাম্পে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের প্রথমে নিজ উদ্যোগে কোভিড টেস্ট করিয়ে আসতে হবে। ক্যাম্পে আসার পরে আবার পুনরায় করানো হবে টেস্ট। ২১—২২ তারিখ পর্যন্ত হবে আইসোলেশন ক্যাম্প। এই সময়ে ছোট ছোট গ্রুপে ফিটনেস অনুশীলন চলবে। এছাড়া ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে ক্যাম্প।”

ক্যাম্পে ৩০ জন খেলোয়াড় ডাকা হতে পারে বলে জানিয়েছেন সহকারী চেয়ারম্যান তাবিথ আওয়াল, ”ক্যাম্পে ৩০ জন খেলোয়াড় ডাকা হবে। প্রয়োজনে সংখ্যাটা বাড়তে পারে। আমরা এএফসিতে যে তালিকা পাঠিয়েছে , সেখানে আছেন বসুন্ধরা কিংসে খেলা ফিনল্যান্ড প্রবাসী এক ফুটবলার (তারিক রায়হান কাজী)।”

৮ অক্টোবর দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে স্থগিত হয়ে থাকা বাছাইপর্ব শুরু করবে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান ছাড়াও দেশের মাটিতে ভারত (১২ নভেম্বর) ও ওমানের (১৭ নভেম্বর) বিপক্ষে খেলবেন জামালরা। অন্য ম্যাচটি কাতারের বিপক্ষে দোহায় ১৩ অক্টোবর।

PNIeT No.05fEE/AGRUN/2020-21

SI.No	e-DNIT No.	Estimated Cost
01.	DNIT No.e-05/EE/AGRUN/ 2020-21	Rs. 68,216.00

Last Date & Time for document downloading and bidding up-to 15.00 firs on 27-07-2020 and time and date of opening of the bid at 15.30 Hrs. on 27-07-2020 (if possible)
INc--_'es: for more details kindly visit :- https:// tripuratcnders.gov.in or office of the undersigned.
For on behalf of Governor of Tripura
ICA/C-991/2020-21
Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar,North Tripura.

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল হিমাচল, গুজরাটে ৪.৮ তীব্রতার কম্পন

শিমলা ও রাজকোট, ১৬ জুলাই (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশ। হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে গুজরাটেও। বৃহস্পতিবার সকাল ৪.৪৭ মিনিট ২.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায়, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৪.৪৭ মিনিট ২.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায়।

হিমাচল প্রদেশ ছাড়াও এদিন সকালেই হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় গুজরাটের রাজকোটে। তীব্রতা ছিল ৪.৮। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৪০ মিনিট নাগাদ ৪.৮ তীব্রতার ভূকম্পন টের পাওয়া যায় গুজরাটের রাজকোটের ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

ওবামা থেকে বিল গেটস, বহু প্রভাবশালীর টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই (হি.স.): মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারের তথ্য-নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় গলদ প্রকাশ্যে চলে এল। ধাক্কাও খেতে পারে টুইটারের ভাবমূর্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা। হ্যাক হয়ে গেল বিশ্বের বহু প্রভাবশালীর টুইটার অ্যাকাউন্ট। এই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রতিদ্বন্দ্বী, সেলিব্রিটি গায়ক থেকে শিল্পপতি প্রত্যেকেই। বিল গেটস, বারাক ওবামা, জো বিডেন, জেফ বেজোস, এলন মাস্ক, মাইক ব্লুমবার্গের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বদের টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। যা আসলে বড়সড় প্রতারণার ফাঁদ!

সবার হ্যাকিংয়ের ধরন মোটামুটি একই। মোটের উপর একই ধাঁচের টুইট করা হয়েছে। ওই সব পোস্টে লেখা হয়েছে, ''করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় আমি সমাজের জন্য কিছু করতে চাই। আমার অ্যাকাউন্টে আপনারা ১০০০ বিটকয়েন দিলে আমি ২০০০ বিটকয়েন ফেরত দেব।" তার নীচে বিটকয়েন পাঠানোর একটি লিঙ্কও দেওয়া হয়েছে ওই সব পোস্টে।

নিরাপত্তার ফাঁক গলে কীভাবে বিশ্বের তাবড় শিল্পপতি, রাজনীতিকদের টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হল এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে। বিটকয়েন কেলেঙ্কারি নিয়ে বিতর্ক বাড়তে থাকায় ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন জেমেনি ক্রিপটো কারেন্সি এক্সচেঞ্জের সহ-কর্ণধার ক্যামেরন উইঙ্কলেভস। তিনি বলেছেন, "এটা আসলে স্ক্যাম। এই ফাঁদে কেউ পা দেবেন না।" টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ায় উদ্বিগ্ন সংস্থার সিইও জ্যাক ডোরসে। তিনি জানিয়েছেন, টুইটারে আমাদের জন্য কঠিন দিন। যা হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়ানক। আসলে কী হয়েছিল, তা উপলব্ধি করার পর আমরা জানাবো।

ফের নতুন রেকর্ড! আমেরিকায় ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৬৭,৬৩২ জন

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই (হি.স.): বিগত ১০ দিনে ধরে আমেরিকায় ধারাবাহিক গতিতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বিগত ১০ দিনে প্রতি ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

নদী পথে এই ভাবেই বাশ রাজ্য প্রবেশ করে বিক্রির জন্য। ছবি- নিজস্ব।

বৃষ্টিতে এখন আর শহরের রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয় না, দাবি আগরতলাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। যুগের ধারাবাহিক পরিবর্তনেও তিলোত্তমা শহর আগরতলাবাসী সেই তিমিরেই ছিলেন। তবে ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বর্তমানে বৃষ্টির জমা জলের তাণ্ডব থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেয়েছেন নিগমবাসী। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই প্রথম বর্ষায় হাঁটু জলে নেমে নিজের বিধানসভা এলাকা পরিদর্শন করে সমস্যা কত গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন বিপ্লব কুমার দেব। সেদিন বানভাসি আগরতলা থেকে পুরবাসীকে চিরতরে মুক্তি দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আজ প্রায় নব্বই শতাংশ পূরণ হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় জনগণের। এ বছর বর্ষা শুরু হলেও, আগরতলার রাস্তাঘাট জলে ডুবে যেতে দেখা যাচ্ছে না।

দশকের পর দশক ধরে প্রতি বর্ষায় আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ত। বামেদের দাবি ছিল, শহর আগরতলা কড়াইয়ের মতো, বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমবেই। মূলত, জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থায় গলদের জন্যই বৃষ্টি হলে আগরতলা বানভাসি হয়ে পড়ত, আজ তা প্রমাণিত হয়েছে। ত্রিপুরায় ২০১৮ সালে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার পরাস্ত হয়ে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বিপ্লব কুমার দেব প্রথম বর্ষায় নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে হাঁটু জলে নেমে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছিলেন। দুর্ভোগের শিকার স্থানীয় জনগণের সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন তিনি। তাঁদের ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সেদিনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সে-মোতাবেক মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন এবং নগরোন্নয়ন দফতরকে নির্দেশ দেন, শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। তাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগরতলার ড্রেনগুলি পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়ে যায়। নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তোলা হয় মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই। অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে ড্রেনগুলি পরিষ্কারের ফলে এখন বৃষ্টির জল আর দমে থাকে না। তাছাড়া, পাম্প হাউসগুলিও অত্যন্ত তৎপরতার সাথে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এরই মধ্যে সমস্ত কভার ড্রেনের অসমাপ্ত কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে। ফলে, রাস্তায় জল জমে যাওয়ার সমস্যা বহুলাংশে কমেছে।

এ-বিষয়ে বনমালিপুর এলাকার বাসিন্দা জনৈক তপন কুমার দাস বলেন, আগরতলার ড্রেন জবরদখল করে মানুষ বাড়িঘর করেছিলেন। এখন সে সব দখলমুক্ত হয়েছে। ফলে, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে সঠিকভাবে। তাঁর কথায়, বহু বছর বর্ষার সময় রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় জরুরি কাজ থাকলেও কোনও উপায় ছিল না। বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে হত আমাদের। বর্ষাকাল আমাদের জন্য আতঙ্ক ছিল। কিন্তু এখন সেই ভোগান্তি থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছি, বলেন তিনি। একই এলাকার বাসিন্দা প্রণব চৌধুরীর দাবি, এখন বৃষ্টি হলে ভোগান্তি নেই বললেই চলে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বহুলাংশে পূরণ হয়েছে। তাঁর মতে, ইচ্ছে করলেই এই সমস্যার ১০০ শতাংশ সমাধান সম্ভব নয়। তাতে, যাদুমন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বলেন, এখন ড্রেনগুলির গভীরতা বেড়েছে। প্রতিনিয়ত ড্রেন পরিষ্কারের ফলে গভীরতা ১ ফুট থেকে বেড়ে ৩ ফুট হয়েছে। তিনি মনে করেন, প্রশাসনের ২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্যই এখন দীর্ঘ বছরের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে এগিয়েছে।

৬৫ বছরের উর্দ্ধের নাগরিকদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা বাতিল করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.): শেষ পর্যন্ত ৬৫ বছরের উর্দ্ধের নাগরিকদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা বাতিল করল নির্বাচন কমিশন। আসন্ন বিহার ভোটে কেবলমাত্রযারা করোনা আক্রান্ত তারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। আর যাদের বয়েস ৮০ বছরের বেশি তাঁরাই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

বৃহস্পতিবার কমিশনের তরফে জানান হয় বিভিন্ন প্রতিকুলতার জন্য এই নিয়ম আপাতত ৬৫ বছরের উর্ধের নাগরিকদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাতিল করা হল। কমিশন জানিয়েছে যে ইতিমধ্যেই বয়স্কদের কথা মাথায় রেখে প্রতি বুথে হাজারের বেশি ভোটার থাকবে না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্তি ৩৪ হাজার ভোটিং বুথ তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, ৬৫ বছেরর ওপরের নাগরিকদের জন্য পোস্টাল ব্যালট চালু করার নিয়মের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন বিরোধী দলগুলি।

তাদের দাবি ছিল এতে শাসক দল লাভ পাবে বেশি। শুধু যে বিহারের বিরোধী দলগুলি এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল, তা নয়, সামনের বছর ভোটের প্রতীক্ষায় থাকা পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসও এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি লিখেছিল। শেষ পর্যন্ত এই নিয়ম মুলতুবি রাখল নির্বাচন কমিশন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার ভারপ্রাপ্ত ডিজিপির দ্বারস্থ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ফেইসবুকে নানা কুরুচিকর মন্তব্য এবং মিথ্যা তথ্য ভিত্তিক পোস্ট করার বিরুদ্ধে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন বিধায়ক নিজেই। বৃহস্পতিবার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে একটি অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছেন। অভিযোগপত্রে সুদীপ রায় বর্মণ উল্লেখ করেছেন দীর্ঘদিন যাবৎ সিএম বিপ্লব কুমার দেব ফ্যান্স ক্লাব নামে একটি একাউন্ট থেকে নিয়মিত বিধায়ক এবং তার পরিবারকে নিয়ে কুরুচিকর ভিডিও ছড়ানো হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি প্রথমে ফোনে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে অভিযোগ করেন। আজ এই অভিযোগ লিখিত ভাবে করা হয়েছে।

সুদীপ বাবু বলেন, সিএম বিপ্লব কুমার দেব ফ্যান্স ক্লাবের সদস্য সাগর কুমার দত্ত নামে এক ব্যক্তি সুদীপ রায় বর্মণ এবং তার বাবা অর্থাৎ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ ও তার পরিবারকে নিয়ে অপপ্রচার করেছে। কোনও ধরনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছাত্র স্বার্থে আন্দোলন আরও তীব্র করবে এসএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। তিন দফা দাবিকে সামনে রেখে ছাত্র স্বার্থে আন্দোলন আরও তীব্রতর করার হুঙ্কার দিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। বৃহস্পতিবার আগরতলায় ছাত্র যুব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে ছাত্র সমাজ ভয়াল সংকটের মুখোমুখি। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে ছাত্রদের স্বার্থ সুরক্ষায় রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন তিনি। উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মাসে ১০ কেজি চাল প্রদান, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য বই প্রদান এবং ছাত্রছাত্রীদের স্মার্ট প্রদান ও আনলিমিটেড ডাটা সরবরাহ করা প্রভৃতি। উল্লেখিত দাবির সমর্থনে এসএফআই গত কয়েকদিন ধরেই ডেপুটেশান, স্মারক লিপি এবং ইমেল বার্তা পাঠিয়েছে। ছাত্র স্বার্থে এসএফআই আন্দোলন আরও তীব্রতর করার উদ্যোগ নিয়েছে। ছাত্র সমাজকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব।

৪ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৫৩৪ জনের, করোনা-সংক্রমিত ২৬,৫৮০ জন

জয়পুর, ১৬ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৪৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। নতুন করে ১৪৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৬,৫৮০। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ১৪৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, সুস্থ হয়েছেন ৮৫ জন।

আক্রান্ত ১৪৩ জনের মধ্যে আলওয়ারে ৪৫ জন, বন্সওয়ারায় একজন, বিকানের-এ ৪৬ জন, বুন্দিতে একজন, জয়পুরে ৩০ জন, ঝুনঝুনুতে ১২ জন, কারাউলিতে একজন, নাগাউরে ৫ জন এবং প্রতাপগড়ে একজন আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৬,৫৮০-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৯,৫৮৭ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৬,৪৫৯ এবং নতুন করে ৪ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৩৪ জনের।

শহরতলীর শ্যামাপ্রসাদ করোনীতে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর থানা এলাকার শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে গতকাল রাতে একটি বাইক চুরি হয়েছে। বাইকের মালিকের নাম সঞ্জয় দেবনাথ।জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে পরিবারের লোকজন ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে কোনো এক সময় ঘরের জানালা ভেঙ্গে চোরের দল ঘরে ঢুকে বাইকটি তুলে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের লোকজনরা লক্ষ্য করেন ঘরের দরজা জানালা খোলা। ঘরের ভিতরে বাইকটি নেই। তাতেই পরিবারের লোকজনদের চোখ চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্যামা প্রসাদ কলোনি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। চুরির ঘটনার খবর দেওয়া হয় শ্রীনগর থানায়।খবর পেয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঘটনা তদন্ত করে। অবশ্য জড়িয়ে যাওয়া বাইত্তে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। উল্লেখ্য এর আগেও শ্রীনগর থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে বাইক চুরির একাধিক ঘটনা ঘটেছে। শ্যামাপ্রসাদ কলোনী থেকেও বাইক চুরি সহ নানা চুরির ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। পরপর চুরির ঘটনায় শ্যামাপ্রসাদ কলোনী সহ আশপাশ এলাকার জনগণ রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানো এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

বিশ্রামগঞ্জ ব্যাবসায়ীদের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জুলাই।। বুধবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ব্যবসায়ীদের নিয়ে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির মধ্যে নতুন করে ৮জন সদস্য বর্ধিত করা হবে বলে জানান ব্যাবসায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল সাহা। তবে কমিটির মধ্যে যারা ছিলেন তারা বর্তমান কমিটির মধ্যে একই পদাধিকারী পদে বহাল রয়েছেন। বাজার কমিটির নতুন কমিটিতে রয়েছেন সভাপতি পদে বাবুল সাহা সম্পাদক পদে রয়েছেন রাম মানিক দেবনাথ এবং কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন বিমল সাহা। লকডাউন চলাকালীন সময়ে যদিও ব্যবসায়ীরা সভাতে সকলে উপস্থিত থাকতে পারে নি। ৮০ শতাংশ ব্যবসায়ীদের নিয়ে আজকে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় মামলা দায়ের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে

মুম্বই, ১৬ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরের সরকারকে মুঘল রাজের সঙ্গে তুলনা করার জন্য বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করল শিবসেনা। বি পি মার্গ থানার পুলিশ আধিকারিক গুলাব রাও মোরে জানিয়েছেন, গভীরে গিয়ে এই মামলার তদন্ত হবে।শীঘ্র গ্রেফতার করা হবে অভিযুক্তকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে নাগপুর নিবাসী সমিত ঠাকরে নামে এক ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সরকারকে মুঘল রাজের সঙ্গে তুলনা করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, পর্যটনমন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে, বিদ্যুৎমন্ত্রীর নীতিন রাউতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিন্দায় সরব হয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়েও আক্রমণ চালিয়েছেন। সেই সংক্রান্ত পোস্টও করেন ওই ব্যক্তি।

এই ঘটনার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন শিবসেনা নেতা ধর্ম মিশ্র।গোটা ঘটনার গভীরে গিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। এর পেছনে কোন উস্কানি কাজ করছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিভিন্ন দাবীতে দক্ষিণ জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিল এসএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,১৬ জুলাই।। করোনা পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবিতে সরব হলো এসএফআই। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় বিলোনীয়া, সাব্রুম, শান্তিবাজার মহকুমার এসএফআই এর এক প্রতিনিধি দল তিন দফা দাবী নিয়ে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধনের হাতে দাবীর স্মারক লিপি তুলে দেয়। একাদশ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত সকল ছাত্র ছাত্রীদের সরকারবিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান করা, আগামী ছয় মাস পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের মাথাপিছু দশ কেজি করে খাদ্য শষ্য প্রদান করা সহ মোট তিন দফা দাবী সামনে রেখে এই দিন ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এসএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার , সাব্রুম ও শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটির ছাত্র নেতা সুপ্রকাশ গোস্বামী , সঞ্জীত সরকার সহ অন্যান্য ছাত্র নেতৃত্বরা। আলোচনা শেষে ডেপুটেশান প্রদানকারীরা জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধি দলের ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার সংবাদ মাধ্যমের সামনে দাবি গুলি আলোচনা করে বলেন , জেলা শাসক দাবি গুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন এবং উর্ধতন কতৃপক্ষের গোচরে নেবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৬ জুলাই।। আজ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে পালন করেন কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ডক্টর ও নার্স এবং আশা কর্মীরা। রেলির মাধ্যমে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে শুরু করে মহকুমা শাসকের কার্যালয় ও কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে হাসপাতালে এসে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বক্তব্য রাখেন কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ডাক্তার হরেন্দ্র রিয়াং, এস ডি এম ও। স্টাফ নার্স ও আশাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন.।

গন্ডাছড়া বাজারে কংগ্রেসের মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ জুলাই।। গন্ডাছড়া বাজারে কংগ্রেসের মাক্স বিতরন। ৪৪ রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া বাজারে ক্রেতা,বিক্রেতা সহ পথ চলতি সাধারন মানুষজনদের মধ্যে প্রায় পাঁচ শত মাক্স বিতরন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বকুল বিকাশ চাকমা, ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার। কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানান করোনা ভাইরাসের প্রকোপ যতদিন চলবে, ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিন গুলোতেও জারি থাকবে।

খোয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকাকে রেড জোন ঘোষণার দাবী তুলল জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ জুলাই।। খোয়াই সমগ্র সুভাষপার্ক বাজার এলাকা সহ জেলা হাসপাতাল ও হাসপাতাল এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করার দাবি তুলছেন জনসাধারণ। বর্তমান সময়ে খোয়াই সুভাষপার্ক আউটপোস্ট ইনচার্জ গোবিন্দ দাস এবং মেজর সহ ৫ জন করোনা পজিটিভ সনাক্ত হওয়ার পর এই দাবি আরও জোড়ালো হচ্ছে। কারন যে ৫ জন করোনা পজিটিভ সনাক্ত হয়েছেন তারা সুভাষপার্ক বাজারে প্রায় ৯০ ভাগ দোকানেই কোন না কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। এবং তারা সুভাষপার্ক বাজারে সময় কাটান। পাশাপাশি খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ জন রোগী করোনা পজিটিভ সনাক্ত হয় এবং এই দুজনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যুর পর জনমনে আরও উদ্বেগ বেড়ে গেছে। খোয়াই জেলা হাসপাতালের ৫ জন চিকিৎসককে বর্তমানে হোম কোয়ারান্টাইন করে রাখা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট এখনও আসেনি। যদিও খোয়াই জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি পরিষেবা গতকাল থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো এই ৫ জন চিকিৎসক প্রতিদিন প্রাইভেট প্রেকটিস করেন। অথচ কোন নিয়ম রক্ষাও হয়নি। যার ফলে উদ্বেগ বেড়েছে চলেছে। খোয়াই জেলা হাসপাতাল সহ সুভাষপার্ক বাজার এলাকা বর্তমানে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গোটা বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। যদি প্রশাসন এখনই কোন ভুমিকা গ্রহণ না করে তাহলে আগামীদিনে খোয়াইবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে বলে অভিমত জনসাধারণের। উল্লেখ্য গত সপ্তাহেই প্রাণকেন্দ্র সুভাষপার্ক বাজারেই ইউবিআই ব্যাঙ্কে করেনা পজিটিভ সনাক্ত হয় এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত স্টাফ কোয়ারান্টাইন রয়েছেন। এরপরই গোটা ব্যাঙ্ক লক করে দেওয়া হয়েছে।

ট্রেজারি ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় লেনদেনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই গোটা সুভাষপার্ক বাজার এলাকা সহ জেলা হাসপাতাল ও হাসপাতাল চত্বরকে রেড জোন ঘোষনা করার দাবি জানাচ্ছেন খোয়াইয়ের সচেতন নাগরিক।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে ফের রেকর্ড! ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু ৬০৬ জনের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩২,৬৯৫ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৪,৯১৫ জন এবং সংক্রমিত ৯,৬৮,৮৭৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,১২,৮১৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭৬ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৩,৩১,১৪৬)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪,৯১৫। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬, ১২,৮১৫ জন। ভারতে সুস্থতার হার দ্রুত বাড়ছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯ রোগীদের মধ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩.২৪ শতাংশ। সুস্থতা এবং মৃত্যুর অনুপাত হল-৯৬.০৯ : ৩.৯১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪, ৯১৬ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৪৬ জন, বিহারে ১৮০ জনের, চণ্ডীগড়ে ১১ জন, ছত্তিশগড়ে ২০ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩, ৪৮৭ জনের, গোয়া ১৮ জন, গুজরাটে ২০৭৯ জনের, হরিয়ানায় ৩১৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২০৬ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩৮ জনের, কর্ণাটকে ৯২৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩৫ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬৮২ জন, মহারাষ্ট্রে ১০,৯২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু''জন, ওড়িশায় ৭৭ জনের, পুদুচেরিতে ২১ জন, পঞ্জাবে ২২১ জন, রাজস্থানে ৫৩০ জনের, তামিলনাড়ুতে ২,১৬৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৮৬ জন, ত্রিপুরায় ৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫০ জন, উত্তর প্রদেশে ১,০১২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১, ০০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক এবং প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৭৫,৬৪০-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১১,৬৯৯৩, গুজরাটে ৪৪,৫৫২, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪,৪২৭, উত্তর প্রদেশে ৪১,৩৮৩ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,১৮,২০।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ জুলাই পর্যন্ত মোট ১,২৭,৩৯,৪৯০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১৫ জুলাই ৩,২৬,৮২৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।